বিস্মরণী

বিস্মরণী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত

প্রবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা
৯১ আপার সার্কুলার রোড
১৩৩৩

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৩৩

মূল্য ২॥০

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার প্রথম কবিতা-গ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হয়, এবার 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হইল। কবি-ভাগ্য চিরদিনই মন্দ, কিন্তু এই প্রকাশ-কার্য্যে আমি দুইবারই যে সাহায্য পাইলাম তাহা আশার অতীত। সেবার ভূতপূর্ব্ব 'ভারতী'-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন; এবার 'প্রবাসী'র শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উদার হৃদয় ও আন্তরিক সাহিত্য-প্রীতির জন্যই কবিতাগুলিকে এমন করিয়া প্রকাশিত করিতে পারিলাম। এ ঋণ পরিশোধ করিবার নয়; যদি কবিতাগুলি প্রকাশযোগ্য হইয়া থাকে, তবেই ঋণী ও ঋণদাতা উভয়েরই কতকটা সান্ত্বনার কারণ হইবে।

বহিখানির মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের জন্য আমার পরম স্নেহ-ভাজন ছাত্র শ্রীমান্ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর নিকট আমি অনেক সুপরামর্শ পাইয়াছি। তরুণ বন্ধু ও সাহিত্যিক শ্রীমান্ সজনীকান্ত দাস ও কবি-বন্ধু শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রেস-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে নানারূপ সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিবরেষু

একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর-পর,
মেলেনি মনের মণি, বর্ষ পরে বর্ষ যায় ফিরে'—
শাল্মলীর রক্ত-ভূষা রহে না যে রিক্ত তরুশিরে,
হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদম্ব-কেশর!
নরত্ব দুর্লভ জানি, সুদুর্লভ কবি-কলেবর—
সত্য সে কি? মনে হয়, এই মরু-সৈকত-সমীরে,
পাই যদি প্রীতি-মুক্তা অবগাহি' লবণাম্বু-নীরে,
বাণীর উদাস-দৃষ্টি তার চেয়ে নহে মনোহর।

চলেছিনু ক্লান্ত-পদে সুন্দরের তীর্থ-অভিলাষে,
সমুখে পড়িল ছায়া—বনপথে এ কোন্ পথিক
গান গেয়ে চলে আগে? ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান!
জিজ্ঞাসিনু, কোথা যাও? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে
বাহুপাশে দিল ধরা—সে মাধুরী মর্ত্ত্যের অধিক!
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রা শুভ, আমি পুণ্যবান্।

মাঠের বাড়ী, কাঁচড়াপাড়া
শ্রীপঞ্চমী, ২৩ মাঘ, ১৩৩৩

1

সূচী

বিস্মরণী

মানস-লক্ষ্মী

আমার মনের গহন বনে
পা' টিপে বেড়ায় কোন্ উদাসিনী
নারী-অপ্সরী সঙ্গোপনে !
ফুলেরি ছায়ায় বসে তার দুই চরণ মেলি',
বিজন-নিভৃতে মাথা হ'তে দেয় ঘোম্‌টা ফেলি',
শুধু একবার হেসে চায় কভু
নয়ন-কোণে,
আমারি মনের গহন বনে !

বি স্ম র ণী

সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা,
—দিবা কি নিশা,
অস্ত-চাঁদের পাণ্ডু কিরণ
দেখায় দিশা।
নিশ্বাসে যদি একবার তার বুকটি দোলে,
কত ফুল-কলি অমনি মাটিতে মুখটি তোলে,
ভুলে'-যাওয়া কোন্ ব্যথার সলিলে
মিটায় তৃষা,
সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা,
—দিবা কি নিশা!

কত বিরহের বেদনা-তিমির
ঘনায় চুলে,
কত মিলনের রাঙা-উৎসব
অধর-কূলে!
তবু তার সেই আঁখি-পল্লব শিশির-হারা,
উদাস গভীর চাহনিতে ভরা নয়ন-তারা!
কবে যে কেঁদেছে, হেসেছে কখন,—
গিয়েছে ভুলে',
কত যামিনীর জমাট আঁধার
জড়ায় চুলে!
ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী?—

বি স্ম র ণী

কত জনমের—কত মরণের
দিবস-রাতি !
কতবার তার ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে,
কভু সে আমারি চিতায় বসেছে চরণ-তলে,—
অজানা-আঁধারে যতনে জ্বালায়ে
বাসর-বাতি !
ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী ?

আর কি কখনো এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা ?
হৃদয়-সায়রে হ'য়ে গেছে তার
কলস-ভরা ?
এ আলোকে যবে না হেরি' তাহারে, পরাণ কাঁদে-
মনো-বাতায়নে গোধূলি-বেলায় বেণী সে বাঁধে !
গানেরি আড়ালে সাড়া দেয় শুধু
সে অপ্সরা,
বাহির-ভুবনে এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা।

ব্যথার আরতি

যত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা,
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল-কাজলের জ্বালা!
এই অবনীর বেদনা-নিবিড় সবুজ অন্ধকারে
পথ ভুলি বারে-বারে,
কণ্টকে ফোটে রক্ত-কুসুম বাসনা-সুরভি-ঢালা!

যত দিন যায়, আঁখি না জুড়ায়—অশ্রুর পারাবার
পূর্ণ-প্রাণের পূর্ণিমা-রাতে উথলিছে অনিবার!
ওই গগনের নিশীথ-নীরব নীলিমার কূলে-কূলে
দীপ উঠে জ্বলে' জ্বলে'—
তারি পানে চেয়ে সোনা মনে হয় মৃণ্ময় সংসার!

যত সে কাঁদায় তত বুকে বাঁধি, তত তারে ভালোবাসি-
ধরণীর এই শ্যাম মুখখানি, আঁধার অলক রাশি।
ভয়ের স্বপন এত দেখি, তবু চাহি না ত' নিশি-ভোর,
ভাঙ্গে না যে ঘুম-ঘোর!
ঢুলে' পড়ি, যবে বিষ-হাসি হাসে রূপসী সর্ব্বনাশী!

বি স্ম র ণী

জীবনের নিশা জ্যোৎস্নায় ভরে মৃত্যুর ম্লান রাতে—
মরম-মুরজ মুরছিয়া বাজে নির্ম্মম করাঘাতে!
হারাই যাহারে তারি তরে হিয়া আরো করে হায়-হায়—
স্মৃতি-সুখ উথলায়!
মরণের ডালা সাজাইয়া ধরি অমরণ ফুলপাতে!

হাহা করে হাওয়া, দীপ নিবে যায়, সাথীহীন অমারাতি,
বাহিরে বিজনে হাস্নুহানায় জ্বলিছে জোনাকি-পাঁতি।
সে মহাশূন্য ভরি' ওঠে মোর নিরাশার উল্লাসে,
—কেঁদে উঠি কলহাসে!
আঁধার নয়নে চমকিয়া ওঠে মেরু-দামিনীর ভাতি!

যত ব্যথা পাই, তত গান গাই—গাঁথি যে সুরের মালা!
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল-কাজলের জ্বালা!
আঁখি অনিমিখ, মেটে না পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই!
সুখ-দুখ ভুলে যাই!—
বুঝিয়াছি কেন কুলে কালি দেয় তোমা' লাগি' কুলবালা।

স্পর্শ-রসিক

আমারে করেছে অন্ধ গন্ধ-ধূমে দেহ-ধূপাধার,
মাদক সৌরভে তার চেতনা হারায় !
বিষ-রস পান করি' স্বাদ পাই স্বরগ-সুধার,
—চির-বন্দী আছি তাই স্বপন-কারায় !
অন্ধ আমি, দেহ তাই স্পর্শে হাহা করে,
ধরার ধূলায় তাই ফুল-রেণু ঝরে !
আলো—সে যে উষ্ণ শুধু, জানি কত শীতল আঁধার-
সর্ব্ব-অঙ্গ স্নান করে চুম্বন-ধারায় !

অন্ধ আমি, দিশে দিশে গন্ধ তাই করে দিশাহারা,
চিরদিন মধু করে মধুর বঞ্চনা !
করাঙ্গুলি ক্ষত হয়—হেরি না যে কাঁটার পাহারা,
দৃষ্টিহীনে করে সবে বৃথাই গঞ্জনা !

সে বেদনা কণ্ঠে মোর গীত হ'য়ে বাজে,
ব্যথায় বৃহৎ হ'য়ে সে ফুল বিরাজে!
অশ্রুজলে আর্দ্র হয় জীবনের এ মরু-সাহারা—
প্রাণের পিরীতি মোর হয় নিরঞ্জনা।

অন্ধ আমি—জাগি তাই সারারাত পরশ-পিয়াসে,
শয়ন-শিয়রে মোর জ্বলে না প্রদীপ,
হেরি নাই মুখ তার, বুক শুধু বাঁধি বাহুপাশে,
অঙ্গে অঙ্গে শিহরিয়া ফোটে লক্ষ নীপ!
মিলন-রজনী মোর আঁধার শ্রাবণ—
দুই দেহ-তটে সে কি দুরন্ত প্লাবন!
অন্ধ হয় অন্ধকার!—অন্ধ আঁখি বিদ্যুৎ বিকাশে!
সে মুহূর্ত্তে আমি যে গো মরণ-অধিপ!

স্নায়ুশিরা-শততন্ত্রী ঝঙ্কারিছে প্রাণের হরষে,
দীপহীন চিত্তে মোর দীপক-উল্লাস!
মিটাতে চাহিনা তৃষা নিস্তরঙ্গ অমৃত-সরসে,
চাই মৃত্যু, চাই নব-জনম-আশ্বাস!
দৃষ্টিপথে সৃষ্টি আরো হয় যে সুদূর!
—দেহ করে আলিঙ্গন, তবে সে মধুর!
আঁখি তাই মুদে আসে—তৃপ্ত যবে প্রিয়ের পরশে,
—মিলে যবে বাহুপাশে নিশ্বাসে নিশ্বাস!

বি স্ম র ণী

দেহী আমি, মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ-ভিখারী,
দেবতারে স্পর্শ করি' করি যে প্রণাম।
ধরণীর স্পর্শ-মণি—মর্ম্মে আছে পরশ তাহারি,
সে পরশে জড়ে-চিতে ভুলেছে সংগ্রাম।
পরশ-রসিক আমি, অন্ধ আঁখি-তারা,
আমার আকাশ তাই শশীসূর্য্য-হারা!
পদতলে পৃথ্বী আছে আলিঙ্গন চৌদিকে বিথারি'—
আলো নাই, আছে শুধু প্রাণের আরাম।

মোহমুদ্গার

দেহে তোর প্রাণ আছে? তবে কেন ওরে ভীরু নিত্য-উপবাসী—
চিরমৃত্যু-মোক্ষ-অভিলাষী?
রুদ্ধ অশ্রু, শুষ্ক চোখ, ভস্মশেষ জঠরাগ্নিজ্বালা—
তাহারি বিভূতি মাখি', দেহে পরি' কণ্টকাস্থিমালা,
হৃদ্‌পিণ্ডে জ্বালাইয়া হোম-হুতাশন,
মমতা-আহুতি তায় করিয়া অর্পণ,—
প্রাণ তবু হাহা করে কার লাগি', হে কঠোর তাপস উদাসী?
—চির-উপবাসী!

রজনী তিমির-ঘোরা, কুহূ-অমানিশি যাপি' প্রহরে প্রহরে,
মন্ত্র জপি' শবাসন 'পরে,—
ভরিয়া কপাল-পাত্রে অবিরল অনল তরল,
অট্টহাস্যে নিবারিয়া মমতার গলদশ্রুজল,

বি স্ম র ণী

প্রেয়সী-নারীর মুখে হেরি' বিভীষিকা,
আপনারি বক্ষ-রক্তে পরি' জয়-টীকা,
কি লভিলে, ওহে বীর, বামমার্গী কাপালিক, নাস্তিক তান্ত্রিক?
—ধিক্ তোমা ধিক্।

ঊর্দ্ধমুখে খেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা-মাধবী,
নেহারিয়া নীহারিকা-ছবি,—
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুষি' নীরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,
বুভুক্ষু মানব লাগি' রচি' ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
হে কবি-বাসব?

জন্ম যদি হ'য়ে থাকে অন্ধকার শূন্য হ'তে লভি' এই কায়া,
ব্যর্থ কর অদৃষ্টের মায়া।
নামহীন ধামহীন পরিচয় বহিয়া পশ্চাতে,
সম্মুখে সে বিসর্জ্জন অন্তহীন তমিস্রার রাতে,—
দণ্ড দুই দেহ ধরি' পূর্ণ অবতার,
সুখ-দুঃখ পুণ্য-পাপে মহা অধিকার!
—তৃপ্তি নাই তবু তাহে? হা অভাগ্য আত্মঘাতী কাল-ক্রীড়নক
—মূর্খ মানবক!

এক মাত্র সত্য এ যে!—ধরণীর এই দ্বীপ মিথ্যা-পারাবারে—
মুক্তি-তীর্থ মৃত্যু-কারাগারে!
আলোকে পড়িল ছায়া, কত কল্প নিরাকার থাকি'!—
অনঙ্গ লভিল অঙ্গ, এড়াইয়া সংহারের আঁখি!
দেহ-ক্রমে বিকশিল মনোজ-মন্দার!
শুক্তিগর্ভে সুদুর্ল্লভ মুকুতা-সঞ্চার!—
অবহেলি' তবু তায়, শূন্যে বাহু প্রসারিয়া নিত্য হাহাকার!
—একি মিথ্যাচার!

আকাশের ছত্র-পটে সোমসূর্য্যতারকার গ্রন্থি-দীপমালা
চিরদিন এমনি উজালা!
ধরণীর চেলাঞ্চল যুগান্তেও এমনি নবীন!
অক্ষয়যৌবনা শ্যামা নৃত্যচক্রে যতিভঙ্গহীন!
বিষ্ণুনাভি-পদ্মশায়ী স্রষ্টা-প্রজাপতি,
তাঁরি আলিঙ্গনে বাঁধা বধূটী যুবতী!—
সেই হ'ল ক্ষণচ্ছায়া! তাহারি সে মাতৃ-অঙ্ক—প্রত্যক্ষ ভুবন—
অলীক স্বপন!

কোটী-জীব-কল্লোলিত—দাঁড়াইয়া, এ জীবন-বারিধি-বেলায়,
মোর চক্ষে অশ্রু উথলায়!
এই চিরসুন্দরের রূপ-হর্ম্ম্যে ফিরিব আবার?
কক্ষে-কক্ষে সবিস্ময়ে খুলিব কি ইন্দ্রিয়-দুয়ার?

বি স্ম র ণী

নিরালম্ব বায়ুভূত ছায়ার শরীর
ত্যজিবে কি পুনরায় অনাদি তিমির ;—
হৃদয়-বাঁশরীখানি বাজাব কি এই দেহ-পঞ্চবটী তলে,
তিতি' অশ্রুজলে ?

কারে চেয়ে ঠেলে দাও এ প্রসাদ-পরমান্ন, রে চিরভিখারী ?
—আনন্দের ক্ষণ-অধিকারী !
মহাশূন্যে ফিরে' যেতে একি তোর প্রাণান্ত প্রয়াস !
সে যে তোর নিত্যসত্তা—সে যে তোর অন্তিম আবাস !
চির অভিশাপ সেই অন্তহীন আয়ু !
জীবন—সৌভাগ্য তোর, নাম পরমায়ু !—
আনন্দ-বিহ্বল বিধি একবার নির্ব্বিচারে করিয়াছে দান,
ওরে ভাগ্যবান !

এস কবি, এস বীর, নির্ম্মম সাধক এস, এস হে সন্ন্যাসী !
ছিঁড়ে ফেল অদৃষ্টের ফাঁসী ।
দেহ ভরি' কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি' খুঁড়ি' লও কামনার কাচমণি-হীরা ।
অন্ন খুঁটি' লব মোরা কাঙালের মত,
ধরণীর স্তনযুগ করি' দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্জ্জর—
আমরা বর্ব্বর !

বি স্ম র ণী

এ ধরার মর্ম্মে বিঁধে রেখে যাব স্নেহ-ব্যথা, সন্তান-পিপাসা,
তাই র'বে ফিরিবার আশা।
দুধের বাটিটি তুলে রেখে দিবে সে যে মোর লাগি'—
মৃতবৎসা জননীর বেদনা যে নিত্য রহে জাগি'!
ক্রোড়ে তার বারবার আহ্বান-আকুল—
ঝরিবেই পরলোক-নিশীথের ফুল,
তারি তরে, ওরে মূঢ়! জ্বেলে নে রে দেহ-দীপে স্নেহ-ভালোবাসা
—নবজন্ম-আশা!

পান্থ

(দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauer এর উদ্দেশে)

১

জগতের বহির্দ্বারে পরিশ্রান্ত কে তুমি পথিক ?—
চলে না চরণযুগ, দাঁড়াইলে তোরণের তলে ;
যেতে মন নাহি সরে,—জীবন যে মরণ-অধিক !
মিটে না পিপাসা আর ধরণীর তিক্ত হলাহলে !
নেহারিলে ঊর্দ্ধাকাশে জ্যোতিষ্কের জ্যোতি অনিমিখ,
শশিহীন অন্ধকারে !—অনির্ব্বাণ শীতল অনলে
জুড়াল না তপ্তভাল,—সুপ্তি নাই !—বিশ্ব বাঁধা স্বপন-শৃঙ্খলে !

২

যুগ-যুগান্তর ভ্রমি' ক্লিষ্ট জানু, দেহ পরিক্ষীণ—
সংসারের পুরী-প্রান্তে নামাইলে বাসনার ভার ;

লালসার স্থলপদ্ম মুঠিতলে বিবর্ণ মলিন,
রূপের রজতরাশি মনে হয় মৃত্তিকা অসার।
হাসি যে রঙীন ধূলা!—অশ্রু নয়, অভ্র সে কঠিন!
কীর্ত্তির কিরীট-মণি জঞ্জাল যে পথ-পরিখার!—
প্রাণ তবু জ্বলে হের ধিকি-ধিকি,—ভস্মস্তূপে যেন সে অঙ্গার!

৩

জীবনের অগ্নিহোত্রে জাগিয়াছে তাই নিরন্তর
চিরমৃত্যু-নির্ব্বাণ-পিপাসা! বেদনার বেদগান
গভীর উদাত্ত স্বরে ভরিয়াছে ও চিত্ত-কুহর—
জন্মান্তর-জলধির অতিদূর কল্লোল সমান।
মৃত্যুর নেপথ্যে শুধু পুনর্ভব!—ভাবনা দুর্ভর!
লোকে-লোকে কল্পে-কল্পে কামনার দৃপ্ত অভিযান!
জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভরা অবনীর নবনীতে এ কি বিষপান!

৪

হানিল ত্রিশূল বুকে মহাকাল?—স্বপ্নভঙ্গে তুমি
শিহরি' উঠিলে হেরি' দীর্ণ-রেখা মর্ম্মের মর্ম্মরে?
বেদনার চেতনায় স্তব্ধ হ'ল সারা চিত্তভূমি,
সোমসূর্য্য-রথচক্র—নেমিহারা—অনন্ত অম্বরে,
জাগাইল মহাত্রাস!—সিন্ধুশেষে দিগন্তর চুমি'
অস্ত গেল বর্ণচ্ছটা! অন্তহীন তুহিন-নির্ঝরে
ঢাকা প'ল ধরণীর শ্যামশোভা—বিধবা সে যৌবন সম্বরে!

৫

মানসের সরোবরে কলহংস ত্যজিল মৃণাল,
হেমপদ্ম মরে' গেল—সপ্তঋষি নিত্য ফিরে যায়!
ভাসে না সলিলে আর অপ্সরার মুক্ত কেশজাল,
পুষ্পহীন ধনু-তূণ,—মনসিজ সভয়ে লুকায়!
সন্ধ্যা আসে ম্লানমুখ, নিশীথিনী গম্ভীর ভয়াল!—
দিবসের পরিশেষে তন্দ্রা আছে—নিদ্রা নাহি তায়!
আছে ঘোর দুঃস্বপন—সাথী নাই, নয়নের লোর যে মুছায়!

৬

(সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিবারে কি সাধনা তব, স্বপ্নহর!
কামনারে পাপ বলি, বিরচিলে তারি বিভীষিকা—
জীবন-দর্পণে তার নেহারিয়া মূরতি ভাস্বর,
আর্ত্ত-কণ্ঠে ফুকারিলে—'নিখিলের এ মনোহারিকা
শূলহস্তা নৃমুণ্ডমালিনী!—তার প্রহারে জর্জ্জর
কাঁদিতেছে সপ্তলোক! ভ্রান্ত পান্থ হেরি' মরীচিকা
ঘুরিতেছে দেহে-দেহে, ভালে পরি' নিত্য নব মরণের টীকা!')

৭

রুধিয়া রুধির-ধর্ম্ম, হইবারে প্রাণহীন শিলা
করেছিলে জ্ঞানযোগ, এবারের দীর্ঘ পথ-বাসে;
নেহারিলে ক্ষুব্ধমনে জীব-যজ্ঞে প্রকৃতির লীলা,
একাকী জাগিলে, যোগী! জগতের নিদ্রা-অবকাশে!

স্বপ্ন দেখে চরাচর, শুধু তব দৃষ্টি অনাবিলা
সারারাত্রি নির্নিমেষ!—নিরখিলে ব্যথারুদ্ধ-শ্বাসে,
সদ্যঃপাতি জীবনের বেপথু সে, মরণের উদধি-উচ্ছ্বাসে!

৮

নভ নীল বেদনায়! গূঢ়রক্ত হরিত-শ্যামল!
ধূসর উদাস কভু পৃথিবীর পঞ্জর-পাষাণ!
স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আত্মরক্ষা করে জীবদল
নিয়ত সংগ্রামশীল, বাজিতেছে কালের বিষাণ!
দণ্ডে ফুটি' দণ্ডে লয়—জীবাণুরা মরণ-পাগল!—
সহস্র মৃত্যুর 'পরে জীবনের উড়িছে নিশান,
মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান!

৯

ভাবনা-কুঞ্চিত ভাল, ব্যথাতুর পরিশ্রান্ত হিয়া,
ললাটের স্বেদ মুছি' নেহারিলে স্তিমিতলোচন,
মানবের জীব-যাত্রা,—হেরিছে সে স্বপ্ন মোহনিয়া,
মৃত্যুর অমৃতরূপ!—কামমুগ্ধ পশু অগণন!
স্মরি' হতভাগ্য নরে শুষ্ক আঁখি উঠে সরসিয়া—
আত্মঘাতী প্রেম তার!—জানে না সে কিসের কারণ
নারীর অধরে হায় পান করে কালকূট, মানে না বারণ!

১০

গ্রহ-তারা যে নিয়মে চিরদিন ভ্রমিছে আকাশ,
তারি বশে যৌবনের স্বেচ্ছা-বলি পরিণয়-যূপে—
বিধির কৌতুক এ কি! নিয়তির ক্রূর পরিহাস!
জীব-চক্র ঘুরাবারে মজে নর রমণীর রূপে।
তারি লাগি' হাস্যমুখ! নেত্রে তাই বিদ্যুৎ-বিভাস!
তবু হের, চায় চোর প্রেয়সীর চোখে চুপে চুপে!—
জানে মনে, আরো কত ভাগ্যহীনে মজাইবে জন্মজরা-কূপে!

১১

(তাই তুমি পলাতক—রমণীরে করনি প্রণতি,
প্রকৃতির লাস্যলীলা হেরিয়াছ শান্ত কুতূহলে,
প্রেমের দিয়েছ নাম—জীবধর্ম্ম, দেহের নিয়তি,
মোহের মঞ্জরী-ঝরা বিষ-বীজ ধরার অঞ্চলে।
হে সন্ন্যাসী, বাণী তব—বেদনার অপূর্ব্ব মূরতি—
মূরছি' পড়িছে নিত্য অনুরক্ত মোর চিত্ততলে,
কেমন আত্মীয় তুমি বুঝি না যে, তবু ভাসি নয়নাশ্রুজলে!)

১২

(যে স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর!
তারি মায়া-মুগ্ধ আমি, দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা!)

মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা।
নিষ্ফল কামনা মোরে করিয়াছে কল্প-নিশাচর।
চক্ষু বুজি' অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা—
হেরে যাই বার বার, প্রাণে মোর জাগে তবু দুরন্ত দুরাশা।

১৩

(সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী।
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী।
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা।
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে-অঙ্গে অপূর্ব্ব লাবণি।
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ?—কে করে শোচনা।
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা।)

১৪

(জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি' কামানল।—
এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ।—নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা।—পাত্রে ঢালি লোহিত গরল।)
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি' ভয়ে ভয়ে পরসাদ যাচে।

মুহূর্ত্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি' হৃদ্‌পদ্ম-দল।
যামিনীর ডাকিনীরা তাই হেরি' এক সাথে হাসে খল-খল।

১৫

(চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি',
অনন্তরহস্যময়ী স্বপ্ন-সখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী।
নেত্র তার মৃত্যু-নীল!—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী!
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস!—জানি তাহা জানি।)

১৬

(এ ভব-ভবনে আমি অতিথি যে তাহারি উৎসবে!—
জন্ম-মৃত্যু—দুই দ্বারে দাঁড়াইয়া সে করে বন্দনা।
অশ্রুজলে স্নানোদক ঢালি' দেয় স্নেহের সৌরভে,
মুক্ত করি' কেশপাশ, পাদপীঠ করে সে মার্জ্জনা!
নিঙাড়িয়া মর্ম্ম-মধু ওষ্ঠে ধরে অতুল গৌরবে!
পরশে চন্দন-রস! মালাখানি দু'ভুজে রচনা!
আমারে তুষিবে বলি' প্রিয়া মোর ধূলি'পরে দেয় আলিপনা!)

১৭

তবু সে মোহিনী! আহা, তাই বটে!--হে জ্ঞানী বৈরাগী,
এ জ্ঞান কোথায় পেলে?—মর্ম্মে-মর্ম্মে তুমি মহাকবি!
রুদ্ধপ্রাণে কুপিতা সে প্রকৃতির অভিশাপভাগী—
কল্পনার নিশিযোগে আঁধারিলে মনের অটবী!
অভ্রভেদী চিত্ত-চূড়া মৃত্তিকার পরশ তেয়াগি'
উঠিয়াছে মেঘলোকে!—সেথা নাই নিশান্তের রবি!—
বিদ্যুৎ-গর্জ্জন-গানে নিত্য সেথা নৃত্য করে ভাবনা-ভৈরবী!

১৮

কহ মোরে, জাতিস্মর! কবে তুমি করেছিলে পান
ধরণীর মৃৎপাত্রে রমণীর হৃদয়ের রস?
পূর্ব্বজন্ম-বিভীষিকা?—তারি ভার প্রেতের সমান
বক্ষে চাপি' স্মৃতি-বিষে করিল কি বাসনা বিবশ?
ব্যথার চাতুরী শুধু?—মাধুরীতে ভরে নাই প্রাণ?
মধু-রাতে মাধবীটি তুলে নিতে হ'ল না সাহস!
ওষ্ঠে হাসি, নেত্রে জল—বুঝিলে না অপরূপ জ্বালার হরষ!

১৯

(জীবনের দুঃখ-সুখ বার-বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!

যাতনার হাহারবে গাই গান,—তৃষার্ত্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো!'
তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আর বার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো।)

২০

আর যদি নাই ফিরি—এ দুয়ারে না দিই চরণ?
অশ্রু আর হাসি মোর রেখে যাব তোমার ভবনে,
এই শোক এই সুখ নব-দেহে করিয়া বরণ,
মন সে অমর হবে বেদনার নূতন বপনে।
পয়োধর-সুধা দানে ক্ষুধা তার করি' নিবারণ,
জীয়াইয়া তুলি' তারে পিপাসার জীবন্ত যৌবনে,
আবার জ্বালায়ে দিও বিষম বাসনা-বহ্নি বৈশাখী-চুম্বনে!

২১

অন্তহীন পন্থচারী, দেহরথে করি আনাগোনা!—
জীবন-জাহ্নবী বহে নিরবধি শ্মশানের কূলে,
নিত্যকাল কুলু-কুলু কলধ্বনি যায় তার শোনা,
কভু রৌদ্র, কভু জ্যোৎস্না, কভু ঢাকা তিমির-দুকূলে
জ্বলে দীপ, দোলে ছায়া, উর্ম্মিগুলি নাহি যায় গোণা,

ভেসে যাই তটতলে—এই দেখি, এই যাই ভুলে।
স্তব্ধরাতে তারকার পানে চেয়ে আঁখি মোর ঘুমে আসে ঢুলে।

২২

কোথা হ'তে আসি, কিবা কোথা যাই—কি কাজ স্মরণে?
চলিয়াছি—এই সুখ।—সঙ্গে চলে ওই গ্রহতারা।
ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
দিক্‌চক্র-অন্তরালে হয়ে যাই উদয়াস্ত-হারা।—
আমারে হারাই যদি।—যদি মরি সুচির-মরণে।
ব্যথা আর নাহি পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা।—
বল, বল, হে সন্ন্যাসী। এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা?

২৩

এ পিপাসা সুমধুর—বল তুমি, বল, স্বপ্নহর
ঘুচিবে না?—মরণের শেষ নাই, বল আর বার।
তুমি ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা।—বলিয়াছ, এ দেহ অমর।—
সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জ্জয় দুর্ব্বার।
যূপবদ্ধ পশু আমি?—ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে?—না, না, সে যে মধু'র উৎসার
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার।

২৪

তোমারে বেসেছি ভালো—কেন জানি, হে বীর মনীষী
ব্যথায় বিমুখ তুমি, তবু তারে করেছ উদার।
করুণার সন্ধ্যাতারা!—মন্ত্রে তব সুশীতল নিশি
তাপশেষে মিটাইয়া দেয় বাদ গরল-সুধার।
স্বপ্ন আরো গাঢ় হয়, সত্য সাথে মিথ্যা যায় মিশি',
মনে হয়, সীমাহীন পরিধি যে ক্ষুদ্র এ ক্ষুধার!—
পরম-আশ্বাসে প্রাণ পূর্ণ হয়, ধন্য মানি এ মর্ম্ম-বিদার!

২৫

কবির প্রলাপ শুনি' হাসিতেছ?—তাপস কঠোর!—
স্বপ্নহর! স্বপ্ন কিগো টুটিয়াছে? ধূলির ধরায়
কামনা হয়েছে ধূলি? আর কভু নয়নের লোর
বহিবে না!—এড়ায়েছ চিরতরে জন্ম ও জরায়?
ওগো আত্ম-অভিমানী! এত বড় বেদনার ডোর
বুনিয়াছে যেই জন, মুক্তি তার হবে কি ত্বরায়?
দুঃখের পূজারী যেই, প্রাণের মমতা তার সহসা ফুরায়?

২৬

নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি'!

উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রু-চোখ ম্লান ছল-ছল—
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি ;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ক বিম্বফল।
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি।

২৭

(সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা।—
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠ-স্বপন।
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ।
এই জন্ম-মালিকার—মৃত্যু সুচী, ডোর ভালোবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত-নয়ন।)

২৮

তোমারে স্মরিনু আজ জীবনের সায়াহ্নবেলায়,
হে বিরাগী। হিন্দু বলি' পরিচয় দিলে বার-বার—
তুমি চিরমৃত্যু-লোভী ; মোর ভয়—দেহের ভেলায়
কবে ডুবি, পারাপার করিতে এ জন্ম-পারাবার।
জানি না হিন্দুর কথা,—জানি শুধু, প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার।
তুমিও বলেছ তাই।—হে উদাসী! তাই তোমা করি নমস্কার

কালাপাহাড়

শুনিছ না—ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের দল!
শবভুক্ যত নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল!
দূর-মশানের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-শিলা!
ধরণীর বুক থরথরি' কাঁপে—একি তাণ্ডব নৃত্য-লীলা!
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার?—
মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি' ভীম প্রহার,
—কালাপাহাড়!

বংশ যাহার বলি যোগাইল যূপে, যুগে-যুগে, ভয়-বিভল---
জাগিয়াছে তারি বীর-সন্তান হুঙ্কারে ভরি' জলস্থল!
পথে পথে ওই গিরি নুয়ে যায়, কটাক্ষে রবি অস্তমান!
খড়্গ তাহার থির-বিদ্যুৎ!—ধূলি-ধ্বজা তার মেঘ-সমান!
সেই আসে ওই!--বাজে দুন্দুভি,তামার দামামা, কাড়া নাকাড়
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার!
—কালাপাহাড়!

পাষাণ-পুরীর খিল খুলে’ যায়, দূর হ’তে শুনি’ হুহুঙ্কার!
পূজাবেদী-মূলে হেম-তৈজস ঝঙ্কার করে আশঙ্কার!
বেগে বাহিরায় লৌহ-কীলক বিরাট দেউল-কপাট-পাটে!
আঁধার-গহ্বরে জাগে হাহাকার, বিগ্রহ-শিলা আপনি ফাটে!
পূজারী-পাণ্ডা ঝাণ্ডা নামায়ে প্রাঙ্গণ-তলে খায় আছাড়!
ওই আসে—ওই, বাজায়ে দামামা, ভীম-নির্ঘোষ কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

অকাল-জলদ-উদয় যেন সে উদিয়াছে কাল!—কালাপাহাড়!
ডাকিনীরা ওই দলে দলে চলে, গলে দোলে নর-কপাল-হাড়!
রক্ত-শোষণ পাপ-বিভীষিকা, প্রাণ-শিহরণ মন্ত্র-গান,
আঁখি মুঁদি’ ভয়ে জপ অনিবার, অন্ধ-আরতি, প্রদীপ-দান—
ঘুচাইতে আসে মহাভয়হারী দেবারি-মানব যুগাবতার—
ঘুচাবে কায়ার ছায়া-শৃঙ্খল, চূর্ণ করিবে পাষাণ-ভার!
—কালাপাহাড়!

কতকাল পরে আজ নর-দেহে শোণিতে ধ্বনিছে আগুন-গান!
এতদিন শুধু লাল হ’ল বেদী—আজ তার শিখা ধূমায়মান!
আদি হ’তে যত বেদনা জমেছে—বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—
ওই উঠে তারি প্রলয়-ঝটিকা, ঘোর-গর্জ্জন মহোচ্ছ্বাস!
ভয় পায় ভয়! ভগবান ভাগে!—প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়!
ওই আসে—তার বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া-নাকাড়!
—কালাপাহাড়!

কোটী-আঁখি-ঝরা অশ্রু-নিঝর ঝরিল চরণ-পাষাণ-মূলে,
ক্ষয় হ'ল শুধু শিলা-চত্বর—অন্ধের আঁখি গেল না খুলে!
জীবের চেতনা জড়ে বিলাইয়া আঁধারিল কত শুক্ল নিশা!
রক্ত-লোলুপ লোল-রসনায় দানিল নিজেরি অমৃত-তৃষা!
আজ তারি শেষ! মোহ অবসান!—দেবতা-দমন যুগাবতার
আসে ওই! তার বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা,কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড়!

বাজে দুন্দুভি,তামার দামামা—বাজে কি ভীষণ কাড়া-নাকাড়
অগ্নি-পতাকা উড়িছে ঈশানে,দুলিছে তাহাতে উল্কা-হার!
অসির ফলকে অশনি ঝলকে—গলে' যায় যত ত্রিশূল-চূড়া!
ভৈরব রবে মূর্চ্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া!
পূজারী অথির, দেবতা বধির—ঘণ্টার রোলে জাগেনা আর!
অরাতির দাপে আরতি ফুরায়—নাম শুনে হয় বুক অসাড়!
—কালাপাহাড়!

নিজ হাতে পরি' শিকলি দু'পায়, দুর্ব্বল করে যাহারে নতি,
হাত জোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হের তার কি দুর্গতি!
কোথায় পিনাক? ডমরু কোথায়? কোথায় চক্র সুদর্শন?
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দির-বাসী অমরগণ!
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙ্গে যায়! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

কল্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবের নরক-ভয়—
নিবারণ করি' উদিল আজিকে দৈত্য-দানব-পুরঞ্জয়!
দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্ব্বিষহ!
অন্তরে হ'ল বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ!
স্তম্ভিত হৃদ্‌পিণ্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ গ্লানি মানবসিংহ যুগাবতার
—কালাপাহাড়!

ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা কর নিমজ্জন!
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জ্জন!
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে! মানুষের বুকে রক্ত চাই!
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভয় ভেঙ্গে যায়,—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহ্নিসাথে!
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়-রাতে!
মরুর মর্ম্ম বিদারি' বহিছে সুধার উৎস পিপাসাহরা!
কল্লোলে তার বন্যার রোল!—কূল ভেঙ্গে বুঝি ভাসায় ধরা!
ওরে ভয় নাই!—মুকুটে তাহার নবারুণ-ছটা, ময়ূখ-হার!
কাল-নিশীথিনী লুকায় বসনে!—সবে দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড়!

শুনিছ না ওই—দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের পাল!
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-ভাল!
কার পথে-পথে গিরি নুয়ে যায়! কটাক্ষে রবি অস্তমান!
খড়গ কাহার থির-বিদ্যুৎ! ধূলি-ধ্বজা কার মেঘ-সমান!
ভয় পায় ভয়! ভগবান ভাগে! প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়!
ওই আসে! ওই বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড়!

শব-সঙ্গীত

কল্‌জেখানায় কাবাব করে' চোখের জলে আঁজল ভরি—
আমরা যে তায় মিটাই ক্ষুধা, আমরা যে তায় পিয়াস হরি!
ঘরের উঠান শ্মশান করে' শব হয়ে এই শব-সাধনা!
নিজের মুখেই আগুন দিয়ে চিতার ধোঁয়ায় কাজল পরি!

অমানিশার মুখের 'পরে বৃষ্টিধারার ঝালর ঝরে,
সিঁথির 'পরে বিজ্‌লী-সিঁদূর, মরণ-বিয়ের বাসর-ঘরে;
বাজ যে তখন শঙ্খ বাজায়, হাওয়ার মুখে হুলুধ্বনি—
গলায়-দড়ির মতন ধরি বধূর বাহু আদরভরে!

সুখের সোয়াদ পাইনে মোটে, দুখের নেশায় ঘুর লেগেছে;
আলোর আশা আর করিনে, অন্ধকারে সুর জেগেছে!
সদ্য-মরার মুখ যে হাসে—কোথায় আছে তেমন হাসি?
শিবের চেয়ে শবের শোভা!—শিব যে হেথায় মূর্চ্ছা গেছে!

সুইন্‌বার্ণের অনুসরণে

তোরে লোক ভুলে যাবে ; দেয়ালের দগ্ধ মসী-রেখা-
তার চেয়ে বেশী কিছু তোর নামে নাহি র'বে লেখা
কালের দেউলে। যথা ভোলে নর চেতনা-নিমেষে
প্রমাথী সে রিপুর রচনা—ভুলে যায় নিশাশেষে
দুঃস্বপন ; যেমতি সে অতি-পূর্ণ পাত্র হ'তে তার
স্খলিত মদিরাটুকু মদ্যপ চাহে না ফিরে আর,—
ভুলিবে তেমনি তোরে আগত ও অনাগত লোক,
তোর ছায়া ভুলে' যাবে হেথাকার এই সূর্য্যালোক।
শুধু, যেই অগ্নিকশা হানিয়াছি আমি তোর মুখে,
তার ক্ষত—সেই মোর বিষদিগ্ধ বিষম যৌতুকে,
সর্পদষ্ট মৃতসম মরিয়াও হইবি অমর—
শব হ'য়ে জাগিবি রে মৃত্যুহীন মরণ-বাসর।

আর আমি !—নেহারিবে যবে নর জ্বলদর্চ্চিশিখা
লেলিহান, পশিবে শ্রবণে যবে শ্রুতি-বিভীষিকা
উদধির উন্মাদ কল্লোল, যবে সঙ্গীত তরল
আর্ত্ত হৃদি আর্দ্র করি' প্রণয়ীরে করিবে চপল,
যবে ওই কুষিহীন নীল-নভ-উষর-অঙ্গন
দার্ণ করি', শীত্রদ্যুতি ইরম্মদ করিবে লঙ্ঘন
যোজন-সমান ব্যোম !—সে আলোকে, পুলকে, ক্রন্দনে,
গীতোচ্ছ্বাসে, অধরে-অধর, আর বাহুর বন্ধনে,
সীমাহীন সমুদ্রের সারাদেহ-মর্ম্ম-শিহরণ
সেই আতট আক্ষেপে, আমারেই করিবে স্মরণ
সর্ব্বলোক ! অর্চ্চিবে আমার স্মৃতি নিত্য-মনোরমা,
গাঁথিবে সকল সাথে মোর নাম—অনন্ত-উপমা !

অকাল-সন্ধ্যা

/এবার হ'ল না সখি, প্রাণ ভরে' গান-গাওয়া—
দিনভোর মেঘল-আলোকে,
বুকে লাগে বার-বার বাদলের ভিজা হাওয়া,
রূপ তোর লাগিল না চোখে !/
এ দিবসে নাহি তাপ, শুকাল না পাতায় শিশির,
পথে-পথে পঙ্কিল পল্বল,
স্তম্ভিত-বর্ষণ মেঘে দিকে দিকে ঘনায় তিমির,
দিবা-দেহে নিশার বল্কল !
তোমার ও রূপ-সুধা পান করি যতবার,
আঁখি মোর জড়াইয়া আসে,
তোমার ও নীলাম্বরী—মুক্তাবলী মেখলার—
তারা যেন নিশীথ-আকাশে !
/মর্ত্ত্য-পারিজাত ওই দু' অধর শোণিত-বরণ,
পিপাসার মৃত-সঞ্জীবনী—

নিবিড় চুম্বন যার—মুমূর্ষুর সুচিকাভরণ,
নেচে ওঠে সকল ধমনী—
তা'ও আজ ম্লান, সখি, নাহি তায় জ্বালা উন্মাদন,
এ হৃদয়-মধুপ-বর্ত্তিকা
গলিল না, জ্বলিল না প্রার্ণ-যজ্ঞে সঘৃত ইন্ধন,
ধূম্রনীল বাসনার শিখা !

কোথা বর্ণ, কোথা আলো, কোথা তোর ফুল্ল-তনু
পরশ-হরষ-মোহকর ?
ইন্দ্রনীল-ইন্দীবরে মদনের ফুলধনু-
আরোপিত কটাক্ষ সুন্দর ?
হেম-পাত্রে সুরা হেন—নখমণি-বিখচিত
করপুটে আরক্তিম ছায়া ?
মর্ম্মর-মসৃণ তনু স্তনভারে আনমিত,
কামনার কল্পতরু কায়া ?—
যে-রূপ নেহারি' আমি রৌদ্রদীপ্ত নীলাম্বরে
ফুকারিব সৃজনের গান,
সর্ব্বদেহে সঞ্চারিবে আদিম আহ্লাদভরে
বিধাতার প্রয়াস মহান্ ।
ছায়া যত কায়া হ'য়ে বিহরিবে ধরণীতে,
চেতনার পূর্ণ অবতার—
মানস-নিখিলে কোথা' অনালোক সরণিতে
করিবে না বিদেহ-বিহার ।

বি স্ম র ণী

স্পর্শে-দর্শে শ্রুতি-হর্ষে হাস্য-অশ্রু-বেয়াকুল,
জীবনে জীবন্ত পরিচয়—
কোথা সেই আত্মাসৃষ্টি ব্রহ্ম-স্বপ্ন-সমতুল,
দ্রষ্টা যার ঋষিঋভুচয় ?

সেই রূপ ধ্যান করি' অঙ্গে মোর জাগিল যে
স্ফুরৎ-কদম্ব-শিহরণ !
দেহ হতে দেহান্তরে বাঁধিলাম কি সহজে
প্রীতি-প্রেম-সেতুর বন্ধন !
পাপ-মোহ-লালসার লাল-নীল রশ্মিমালা
বরতনু ঘেরিয়া তোমারি,
লাবণ্যের ইন্দ্রধনু শোভা ধরে—নাই জ্বালা,
মুগ্ধ হ'নু আনন্দে নেহারি' !
তারপর যতবার হেরিয়াছি,সখি, তোর
নগ্ন তনু শুভ্র অশোচন,
মানস-কলঙ্ক-মসী, লোক-শিক্ষা সুকঠোর
অকাতরে করেছি মোচন।
হৃদয়ে হৃদয় রাখি', ওষ্ঠে শুষি' সব রস
—কণ্ঠ সিক্ত গীত-রসায়নে,
ও রূপ-দীপক-রাগে দাহ করি' অপযশ,
দেহ-দীপ জ্বালানু যতনে।
প্রেম আর পরমায়ু—এর লাগি' যত ব্যথা,
মানবের তৃষা চিরন্তন ;

বি স্ম র ণী

দেবতা-দোসর বীর, তারি পরাজয়-কথা,
সে হৃদয়-সাগর-মন্থন ;
নীলাকাশে উষাসম গরলে অমৃত-রাগ,
মৃত্যুজয়ী জীবন-কাহিনী—
যুগান্তের নিশিভোরে নিকষে সোনার দাগ
কষি' দিল, হে মনোমোহিনি !

প্রাণভরা সেই গানে লেগেছে হিমেল হাওয়া,
আজি এ দিনান্ত-বরষায়
নেমেছে অকাল-সন্ধ্যা, বৃথা মুখপানে চাওয়া,
ছন্দ নাই, ভাষা না জুয়ায় !
আমারি প্রাণের কূলে উদিয়াছে সন্ধ্যাতারা,
মধ্যাহ্নের রবি অস্তমান,
আলোক-বিহীন দিবা হইয়াছে রূপহারা,
তুমি সখি স্বপন-সমান !
নিদ্রাহারা দীর্ঘরাত্রি কেমনে হইব পার
দুস্তর তিমির-তরঙ্গিনী ?
বনপথে-পথে শিবাদের অশিব চীৎকার,
তৃণদলে ঝিল্লীর শিঞ্জিনী !
কভু বা করিবে নৃত্য শব্দহীন অর্দ্ধরাতে
নিশাচরী বিজন অঙ্গনে,
ঝঙ্কারিবে অলঙ্কার মালিনী কি প্রগ্ধরাতে,
কঙ্কালের কেয়ূরে কঙ্কণে !

বি স্ম র ণী

তার মাঝে কোথা তুমি ? হা অভাগ্য পুরোহিত !
কোথা আশা, কোথা সে পিপাসা ?
প্রাণযজ্ঞে দেহ কোথা ? কোথা রক্ত সুলোহিত ?
সঞ্জীবন শক্তি-মন্ত্র-ভাষা ?

দীপ-শিখা

তপন যখন অস্ত-মগন ভুবন-ভ্রমণ-শেষে,
আমি তপনের স্বপন দেখি গো, পথিক-বধূর বেশে।
সারাদেহে মোর জ্বালিয়া অনল,
এলাইয়া দিই ধূম-কুন্তল,
কালো-অঞ্চল ছায়া হ'য়ে লোটে চরণের তলদেশে,
মোর দেহময় দাহনের জয় তপনের উদ্দেশে।

মাটির বাটিতে স্নেহরস শুষি,' বৃন্ত সে বর্ত্তিকা
ফুটায় হরষে তিমির-তোষিণী চম্পা-রূপিণী শিখা ;
বৃন্ত বাহিয়া যত স্নেহরস
যোগায় আমার জ্বালার হরষ—
আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা-বাসন্তিকা !
ধূম নয়, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন-মল্লিকা !

বি স্ম র ণী

আলোকের লাগি' আঁধার-প্রাচীরে নিশা মরে মাথা কুটে',
আমি সে ললাটে রক্তের ফোঁটা দিকে দিকে উঠি ফুটে !
কালোর অঙ্গে আলোকের ক্ষত—
সারারাত জাগি নিমেষ-নিহত,
জাগর-রক্ত আঁখির কাজল অশ্রুতে নাহি টুটে,
যত সে জ্বলুক, কালিটুকু থাকে লাগিয়া অক্ষিপুটে !

*　　*　　*

দিক্-অঙ্গনা গগনাঙ্গনে ফুল্‌কির ফুল গাঁথে—
অবোধ বনানী তাই হেরি' পরে জোনাকীর হার মাথে !
মিছা মায়া সেই আলোর কণিকা,
মিছা হাসি হাসে আঁধার-গণিকা—
রক্ত-বিহীন পাণ্ডুর ভাতি, তাপ নাই তার সাথে,
বিদ্রূপ করে সখের দীপালি সুপ্ত দিবস-নাথে।

আমি যামিনীর নীল অঞ্চলে আগুনের ফুল বুনি,
আমি আঁধারের বুকের বাঁ-ধারে হৃদ্-স্পন্দন শুনি !
দিবা পুড়ে' মরে স্বামীর চিতায়—
আমি ছিনু তার সিঁদুর সিঁথায়,
জ্বলে' উঠে শুনি ভর-সন্ধ্যায় ঝিল্লির ঝুন্‌ঝুনি ;
আমি সারারাত কাল-রাত্রির আয়ুর প্রহর গুণি !

আমি দীপ-শিখা—আলোক-বালিকা—বসি যবে বাতায়নে,
দূর প্রান্তরে আলেয়া-ডাকিনী মিলায় আঁধার সনে ;

বি স্ম র ণী

নিশার দুলাল প্রেত-কবন্ধ
নৃত্য অমনি করে যে বন্ধ !
উদ্‌গত-পাখা পিপীলিকা মরে রূপশিখা-চুম্বনে !
আমি বহ্নির তন্বী কুমারী তপনেরে জপি মনে ।

আমি নিয়ে যাই অধীরা বধূরে অচেনার অভিসারে,
দেব-আয়তনে আরতি করি গো প্রেমহীন দেবতারে ।
আমি কালো-চোখে পরাই কাজল,
বাসর-নিশাটি করি যে উজল,
আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ-আঁখি মরণ-শয়নাগারে ;
প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলয়ের ফুৎকারে !

অগ্নি-বৈশ্বানর

বিশ্বনরের বন্ধু যে তুমি, তাই নাম তব বৈশ্বানর!
তুমি অমর্ত্ত্য, মর্ত্ত্যের সাথে বাস কর তবু নিরন্তর!
নিত্য তোমার জন্ম নূতন, অরণি তোমারে প্রসব করে—
ওগো প্রমন্থ! প্রসবি' তোমায় মাতা-পিতা যে গো পুড়িয়া মরে।
তুমি হিরণ্যদন্ত, তোমার পিঙ্গল জটা, পৃষ্ঠ নীল,
তব অদ্ভুত জন্ম স্মরিয়া বিস্মিত মোর মরণ-শীল।
তুমি যবিষ্ঠ, দেব-কনিষ্ঠ, চির-নবজাত সদ্য-যুবা।
যজ্ঞ-সারথি, সোম-গোপা তুমি, তুমি মৃতাহারী ভরণ্যু বা।
ঋষিদের ঋষি, তুমি যে অসুর, পুরোধা যে তুমি অশেষ-মেধা,
তুমি হুতাশন, অপাদশীর্ষ!—প্রণমি তোমারে হে জাতবেদা!

ওগো গৃহপতি, গৃহের অতিথি, ওগো দেবদূত হব্যবহ!
মৃত দারুদেহে অমৃত-অগ্নি—কেমনে বা তুমি লুকায়ে রহ!
ওগো জল-জ্রণ! বৃষসম পুন লালিত যে তুমি জলেরি কোলে,
তুমি জলচর লোহিত হংস, জলে জ্বালাময় পক্ষ দোলে!
শ্যেনসম তুমি আকাশে বিচর, মহী 'পরে তুমি ক্রুদ্ধ অহি,
বিশ্বতোমুখ! ওগো বরেণ্য! পাবক তুমি যে—পাতক দহি'!
উদয় হও গো উজ্জ্বল রথে, বিদ্যুৎ-বিভা হিরণ্ময়।
ওগো তেজস্বী, নিয়ে এস তব অরুণবর্ণ অশ্বচয়!
হোতা সঁপে তোমা ইন্ধন নব, গ্রহণ কর গো এই সমিধ্—
মর্ত্ত্যের জ্ঞাতি, অমৃত-বন্ধু! প্রণমি তোমারে বিশ্ববিদ্!

আকাশে কৃশানু, বাতাসে অশনি, মর্ত্ত্যে অগ্নি-বৈশ্বানর—
মহা-অরণ্য-দাহন মূর্ত্তি স্মরি গো তোমার ভয়ঙ্কর!
শতগবীযুত পুঙ্গব যেন বাহিরাও তুমি বনের পথে,
অম্বরে ধায় ধূম-কদম্ব—কেতু সে তোমার মরুৎ-রথে!
চৌদিকে উড়ে উল্কার মালা, গ্রাস করে যত তৃণের রাশি,
পাখীরা শাখায় ভয়ে মূরছায়, পশুরা পলায় সহসা ত্রাসি'!
তব ক্ষুরধার দংষ্ট্রা-শিখায় মেদিনী-মুণ্ডে জটার ভার
ঘুচাও নিমেষে, শ্মশ্রু যেমন ঘুচায় নিপুণ ক্ষৌরকার!
সিন্ধু-সমান গর্জ্জন কর, সিংহের মত হুহুঙ্কার।
ওগো জ্বালাকেশ! কৃষ্ণবর্ত্মা! প্রণমি তোমারে বারম্বার।

বি স্ম র ণী

আদিতে আছিলে অদিতির সাথে আকাশের নীল পদ্মবনে,
ঘর্ষণে কার গগনে গগনে উজলিয়া জাগো কি নিঃস্বনে।
আস্যে তোমার জ্যোতির্হাস্য, ঘোর তমিস্রা তুমিই হর,
নিবিড়-আঁধার নিশার ওপারে দৃষ্টি তোমার প্রেরণ কর!
হে মধুজিহ্ব! সপ্ত জিহ্বা প্রসারিয়া দাও আজি এ প্রাতে,
মিশে যাক তব পিঙ্গল জটা ওই বালারুণ-রশ্মি সাথে!
শত্রু মোদের নিপাত কর গো, বর দাও, দেব! বৃষ্টি দাও,
আর কৃপা কর কবিরে তোমার—মন্ত্র শোধন করিয়া নাও!
ওগো ত্রিজন্মা! ত্রিশিখ! ত্রিতনু! ওগো গৃহ-ভানু! রাত্রি-রবি!
পরমাত্মীয়!—প্রসীদ হে সখা! জুহূ ভরি' এই দিলাম হবি।

নূরজহান ও জহাঙ্গীর

মহবৎ খাঁ নূরজহানের শত্রুতায় ভীত হইয়া সম্রাটের কাবুল-যাত্রাকালে হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। কথিত আছে, এই সময়ে একবার তিনি সম্রাটকে মন্ত্রণায় বশ করিয়া এবং কতকটা বাধ্য করিয়া নূরজহানের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করাইয়া লন। অতঃপর সম্রাজ্ঞী উক্ত আদেশপত্র হস্তে লইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নুরজহান ও জহাঙ্গীর

স্থান—কাবুলের পথে বাদশাহী শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

[বিস্তৃত গালিচার উপরে বাদশাহের গদি। সম্মুখে বহুমূল্য থাঞ্চায় নানাবিধ কাবুলি-মেওয়া, স্বর্ণপাত্রে শরবৎ ও মদিরা। বাদশাহ নিভৃতে বিশ্রাম করিতেছেন। গালিচার একপ্রান্তে খোলা-কানাতের ফাঁক দিয়া খানিকটা রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, এবং দূরে নীল আকাশের নীচে তুষার-ধবল গিরি-শ্রেণী দেখা যাইতেছে। মহবৎ খাঁ এইমাত্র প্রবেশ করিয়া বাদশাহকে নূরজহানের আগমন-চেষ্টা জানাইলেন, ও নীরবে আজ্ঞাবহ অনুচরের মত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তাঁহার মুখ যেমন তেজোব্যঞ্জক, তেমনি বিষণ্ণ-গম্ভীর।]

জহাঙ্গীর

মহবৎ, তুমি বড় বে-অকুফ্! হাতে দিয়ে পরোয়ানা—
এই বাদ্শাহী-পাঞ্জার ছাপ, ফের তারে ডেকে আনা!
আমার হুকুমে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস হ'ল তারে!
বীর বটে, তবু মাথায় মগজ কিছু নাই একেবারে!

এ-কাজ করিতে দুইবার ভাবে !—তবেই হয়েছে সারা।
এ যে একেবারে মরীয়ার কাজ !—চোখ বুজে' ছুরী মারা।
বেহেশ্‌ত্‌ চাও ত চেয়োনা সে মুখে—নহে সে নূরজহান !
জাহান্নামের নূর বটে সেই !—সুন্দর শয়তান !
আল্লার নাম জপ কর, আর তলোয়ার রাখ সিধা,
দূর কর যত হিসাব-নিকাশ, বিচারের মুসাবিদা।
এ সব কী ফুল? গুল্‌-আস্‌রফি ?—ফুলে কাজ নাই আজ,
রোদ ঢেলে হোক্ লাল-গালিচায় খুন্‌-খারাবির সাজ।
চাহি না বরফ, শর্‌বৎ মিঠা, খরমুজা কাশ্মীরী—
দিল্‌ করে' দাও শরাবে দরাজ—দেখাব বাদ্‌শাগিরি।...
ঠিক বটে, তার বহুৎ কসুর।—মাফ কিছুতেই নয়।
খস্রুকে খুন সেই করায়েছে—তারি কাজ নিশ্চয়।
খুরম আজিও বিদ্রোহী হয়ে দিকে-দিকে পলাতক,
তারি ফন্দীতে তুমিও নারাজ,—আমি কি আহাম্মক।
আমি রাজা, যার এত কোটী প্রজা মুখ চেয়ে মরে বাঁচে,—
আমি কিনা ফিরি যোড়-হাতে এক রমণীর পাছে পাছে।
আর কথা নয়,—ঠিক, মহবৎ। বড় তুমি হুঁশিয়ার।
এমন সময়ে এমন বন্ধু সত্যই পাওয়া ভার।...
কাল রাতে এক স্বপন দেখেছি তাজ্জব আজ্‌গবি।—
আমারই কেল্লা লাহোর যেন সে—তারি মত এক ছবি।
মাঝখানে তার মস্ত মিনার—আকাশে ঠেকেছে মাথা !
এত উঁচু,—তবু জমিন্‌ হ'তে সে সমান সোনায় গাঁথা।
নীচে চারিদিকে আলো-আব্‌ছায়া, আস্‌মানে একরাশ
কিসের আতশ ?—দেখি, তার সেই মিনার-চূড়াতে বাস।

হঠাৎ একটা হাতী কোথা হ'তে ছুটে এসে দেয় ঠেলা,—
থাম ভেঙে গেল, আলো নিবে গেল—এমনি আমাদা-খেলা।
জেগে উঠে তবু ভয় হ'ল মনে—এ যে বড় বিপরীত।
পাগ্‌লা হাতীর এক ঠেলাতেই ভেঙে গেল তার ভিত!
না, না, ভালো নয়! খাঁ সাহেব, তুমি কি বল? কেমন লাগে?
আমার মাথা ত গোলমাল করে, শরাবের নেশা জাগে!
কথা কও না যে! বড় বেতমিজ্‌!—
আরে, আরে!—একি! একি!
মহব্বৎ! ধর! সরাও পেয়ালা!—সেই আসে, ওই দেখি!
এর খোদা! এই পেয়ালার বিষ লাল করে শুধু চোখ—
ওর পানে চেয়ে নীল হয় খুন!—এত বিষ গুল্‌-রোখ্‌!
জোয়ানী সাবাস!—সেই কালো-চোখ কালো-জহরের ছুরী!
ছেঁড়া-কলিজার খুন-মাখা সেই ঠোঁটের গোলাব-কুঁড়ি!
এতকাল পরে এ-রূপ কোথায় ফিরে পেল আরবার?
আরে, আরে!—এই জান্‌খানা টেনে চিরদিন জেরবার!

* *

মেহেরুন্নিসা! এ বেশে এমন অসময়ে আগমন?
হুকুম ছিল না—আদব ভুলেছ? ভালো নাই মোর মন।
শাহ্‌-বেগমের ইজ্জৎ কোথা? ওড়্‌নাও গেছে ঘুচে'।
খালি পায়ে নেই জুতাটুকু! বুঝি শরম ফেলেছ মুছে'?

নূরজহান

কার ইজ্জৎ আলী-হজ্‌রত?—হাসি পায় শুনি' কথা।
এত অভিনয় শিখিলে কোথায়—কে শিখাল চতুরতা?

সেলিম কখনো সেলাম শেখেনি, ছিল শুধু শাহজাদা—
জহাঙ্গীরের প্রেম যত বড়, ছল নয় তার আধা।
মুখে-বুকে এক।—মোগলের মান সেই রাখিয়াছে জানি,
ইরাণের মেয়ে বিদেশী মেহের তাই ছিল অনুমানি'।—
আজ এতদিনে একি পরিচয়।—বুকে এক, মুখে আর।
নূতন পীরের নূতন মুরিদ।—বাহবা, চমৎকার।
বাদ্‌শার সাথে বেগমের দেখা।—বড় তার ইজ্জৎ।—
এখনো সমুখে দাঁড়াইয়া তাই গোলাম মহব্বৎ।
তামাসার কথা ভালো নাহি লাগে, সে সময় আজ নাই,
বুকে যাহা ছিল, মুখ ফুটে তার কিছু ক'য়ে যেতে চাই।

শাহ-বেগমের নাম শুনে আজ ঘৃণা হয় আপনারে।
ভিখারিণী কোনো প্রজার মতও আসি নাই দরবারে।

জীবনের প্রভু ছিল যেই মোর—মৃত্যু-মূরতি তার
ভেটিবার তরে, রমণীর এই দীনহীন অভিসার।

স্বামী বটে, তবু আজ আমি তাঁর নই যে সীমন্তিনী—
ঘরে নয়, আজ মশানে চলেছি।—কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
খুলিয়াছি তাই,—জীবনে আব্রু, মরণে পর্দ্দা নাই।—
ছনিয়ার শেষে কার কাছে লাজ?—ওড়্না পরিনি তাই।

মরণের ঘাট পিছল নহে কি? জানো না কি জাহাঁপনা?—
কতটুকু পথ? কি কাজ পরিয়া জুতা সে জরীতে বোনা?
বেয়াদবি যদি হয়ে থাকে তবু, দাও তারো তরে সাজা,
মরণের বাড়া সাজা আছে জানি, তাই দাও তবে, রাজা।

জহাঙ্গীর

বৃথা অভিমান, মেহের!—তোমার স্বামী শুধু নই, নারী,
এই দুনিয়ার বাদ্‌শা যে আমি, সে কথা ভুলিতে পারি?
ঘোর অপরাধে অপরাধী তুমি—রাজ্যেরি দুষমন্!
ন্যায়ের সূক্ষ্ম-বিচারে তোমার মৃত্যুই নিরূপণ।
তার লাগি' বৃথা দূষিও না মোরে—

নূরজহান

থাক্ থাক্, বুঝিয়াছি—
ওই মুখে এই মিথ্যা শুনিয়া না মরিতে মরিয়াছি।
যে-আসনে বসে' দণ্ড ধরেছে আক্‌বর হুমায়ুন,
তুর্কীর চূড়া বাবরের নামে দাম যার দশগুণ—
আজ তার মান রাখিবার তরে মিথ্যার আশ্রয়।
অসহায়া এক নারীর সমুখে সত্য বলিতে ভয়।
এত কাপুরুষ ছিল না সেলিম—মেহেরের মনোচোর।
হায় নারী, একি জীবনের ভ্রম!—এই কি পুরুষ তোর।
অপরাধ মোর যত বড় হোক, তারো চেয়ে অপরাধী
দাঁড়ায়ে সমুখে,—রাজ-বিদ্রোহী!—রাজারে রেখেছে বাঁধি'
জল্লাদ কোথা? শূল পোঁতে নাই? মরা-মহিষের খালে
সিলাই করিয়া, রোদে রাজপথে ফেলে নাই এতকালে!
এই দুনিয়ার বাদ্‌শা যে তুমি, সে কথা ভুলিতে পারি—
ভুলিতে পারি না—যে জন নফর তুমি যে গোলাম তারি!

জহাঙ্গীর

কহিও না আর! চুপ কর! একি পাগলের চীৎকার!
মহবৎ তবু কথাটি কহেনি, বীর সে নির্ব্বিকার!
জানি মিছা-কথা, বন্ধু, তোমার মনে নাই কোনো পাপ,
কোনো কথা এর লই নাই মনে; করিও না অনুতাপ।
কি কথা বলিতে আসিয়াছ, নারী,—শেষ করে লও সব,
গালি দিও নাক' অকারণ মোরে, কেন মিছা কলরব?
এসে থাক যদি মাফ চাহিবারে, বল তবে সেই কথা,
নহিলে আরো যে কঠিন হবে সে—ব্যথার উপরে ব্যথা!

নূরজহান

হা মোর কপাল! এতখনে বুঝি এই হ'ল পরিচয়!
মাফ চাহিবারে আসিয়াছি আমি—এতই মরণ-ভয়!
এই পরোয়ানা পায়ে দ'লে ছিঁড়ে, ফিরে' দিতে আমি চাই!—
মহবৎ! ওই বন্দী, না তুমি বাদ্‌শা—শুনিতে পাই?
তোমার হুকুম মানিবে কি আজ দিল্লীর সুলতানা!
তুমি হবে তার জানের মালিক!—খুন কর—নাই মানা।
পরোয়ানা কেন?—ছুরী হানো! এই বুক পেতে দিই আমি,
নারীহত্যার পাতক তোমার—সাক্ষী তাহারি স্বামী!…

মরণের ভয় করি না যে, তাই আসিয়াছি, প্রিয়তম,
তোমারি ও-হাতে সঁপিতে এসেছি আজি এ জীবন মম।

বল শুধু তুমি—আপনার মুখে, স্বাধীন-মনের বলে—
জীবনের বোঝা নিতেছ তুলিয়া নিজেরি হাতের তলে।
বল, তুমি নও বাদ্‌শা এখন—এ দাসী বেগম নয়,
প্রাণের সহজ অধিকারে তুমি কর মোর পরিচয়।
বল, সুখী হবে—রাখো মিছা কথা—দোহাই তোমার স্বামী!
বল শুধু মোরে, 'মেহের, তোমার মরণে বাঁচিব আমি'।
সেই আশ্বাসে আসিয়াছি ছুটে, লাইলীর মেয়ে ফেলে—
যারে কোলে নিয়ে সেদিনও লড়েছি, ঝিলামের স্রোত ঠেলে,
হাতীর উপরে,—জানে মহব্বৎ—একদিকে তারে ঢাকি',
আর দিকে ধনু; যতখন তূণে একটিও তীর বাকি।
সেও তোমা লাগি'—ভেবেছিনু, বুঝি বড় প্রয়োজন মোরে,—
জানিনি তখনো, এমন বন্ধু জুটেছে কপাল-জোরে!
আজও তাই ফের জানিতে এসেছি—তোমারি কি প্রয়োজন?
বল একবার!—শুনি' সেই কথা শান্ত হউক মন।...

মনে পড়ে সেই খুশ্‌রোজ-রাত্তি?—সুর্মা-কেনার ছলে,
মোতি-মস্‌লিন-জহরত্‌ ফেলে চাহিলে ওড়্‌না-তলে।
হেসে কহিলেন রাকিয়া-বেগম—"উহার নমুনা নাই,
রংমহলের রং নয় ওযে, ও-কাজল কোথা পাই?
তবু চিনে রাখ—তুমি যে জহুরী!—দেখ দেখি ভালো কিনা?
এর চেয়ে ভালো—মর্ম্মরে ফোটে কালো-পাথরের মিনা?
এমন নরম ছায়াখানি পড়ে 'সোরু'-তরুটির মূলে—
ঘাসের জাজিমে, জ্যোৎস্না-চাদরে—যমুনার উপকূলে?"

মুখ খুলে দিয়ে, থুঁতি তুলে ধরে', চাহিলেন রাজ-মাতা,
চোখে-চোখে সেই একবার চেয়ে ঢুলে' নুয়ে প'ল মাথা।
তুমি চলে' গেলে, বিবশ-বিভল, পাণ্ডুর বেদনায়।
শুনিনু, সেলিম শাহজাদা সেই!—হারাইনু চেতনায়!
সেই দিন হ'তে মেহের মরেছে, সে-মরণ আজি শেষ!
এখনো আঁখিতে দেখ আছে কিনা জীবনের মোহ-লেশ?
চাও একবার!—মিনতি তোমায়—কোন ভয় নাই আর,
এখনো কি হয় খুশ্‌রোজ-খেলা, বাদ্‌শাহ ছুনিয়ার?
খেয়ালি-ফানুসে কত রঙ ধরে যৌবন-যাতুকর!—
লজ্জা কি তায়? কুৎসিতও হয় মনোহর সুন্দর।
একদিন যারে ভালো লেগেছিল, বেসেছিলে তায় ভালো,
হয়ত তারেই মনে হয়েছিল—এই 'জগতের আলো'।
আজ যদি তার রূপের প্রদীপে পলিতায় পড়ে কালি,
রংমহলের তুধের দেয়ালে কলঙ্ক লাগে খালি—
নিবাইয়া দাও আপনার হাতে!—ডেকো না চেরাগ্‌চীরে!
যে-হাতে জ্বেলেছ তাহারি হাওয়ায় শেষ কর শিখাটিরে!
আঁচ লাগিবে না, তাপ নাহি তায়! জ্বালা কোথা জুড়াবার?
দেখ—হাসিতেছি, এ হাসিতে নেশা এখনো কি লাগে আর?

জহাঙ্গীর

ভয় করে, নারী, আজও ভয় করে!—চেয়ো না অমন করে'!
সেলিম মরেনি, মেহের মরিলে তবে ত যাইবে মরে'।

মেহের! তোমার মোহনী সুরত্!—পরীরাও ফিরে চায়!
আজও মনে হয়, সেই খুশ্‌রোজ ওই চোখে চমকায়!
কোথা হ'তে এলে, মরু-মঞ্জরী! আগ্রার উদ্যানে?
ও-রূপের ছায়া পেয়ালায় পড়ে' আগুন লাগাল প্রাণে!
ছিল যে মাতাল, মদেরি নেশায় দিনরাত মশ্‌গুল—
পাগল করিয়া দিলে কেন তারে?—একি নসীবের ভুল!
বাদ্‌শার ছেলে বিকাইয়া গেনু এক বস্‌রাই গুলে!
খোদার বান্দা বুত্‌-পরস্ত্‌—আখেরের ভয় ভুলে'!
কোথায় ইমান পৌরুষ গেল? কি মোহিনী জানো, নারী!
মোগলের তখ্‌ত ফুলদানী হ'ল! কালো-চোখ তরবারি!
রুটী ও পেয়ালা সার হ'ল শুধু—স্বপনে কাটাই দিবা,
রাজ্যের খোঁজ মালিক রাখে না, বাড়িছে প্রলয়-বিভা!
নফর করেছে নজরবন্দী, কাল দাঁড়াবে সে বুকে!—
কার তরে আজ এ দশা আমার? মজেছিনু কোন্ সুখে?
সেই সুখ আজও উথলিয়া ওঠে—ওই মুখে যদি চাই!
দোজোখ্‌ বেহেশ্‌ত্‌ এক হয় দেখি, জ্ঞান-হারা হয়ে যাই!
আমি অপরাধী—এ কথাও ঠিক!—কি হ'ল? কাঁদিছ! ছি!-
শুনিছ না কিছু!—ওই দিকে চেয়ে অমন ভাবিছ কি?

নূরজহান

কিছু নয়!—শুধু ওই ফুলগুলা—গুল্‌-আস্‌রফি বুঝি?
বাংলা-মুলুক মনে পড়ে' যায়, কি যেন হারিয়ে খুঁজি!

বি স্ম র ণী

ওরি রক্ত-ঘোর-মোলেলা গোলাব ফুটিত বর্দ্ধমানে,
কি জানি কেন যে—এই রং চোখে হুহু করে' জল আনে।
তাই ভুলেছিনু হঠাৎ কেমন।—শুনি নাই শেষ-কথা,
গোস্তাকী মাফ কর একবার, না জেনে দিয়েছি ব্যথা!

জহাঙ্গীর

আমার ভাগ্যে এই ছিল শেষ।—মহবৎ। মহবৎ।
ভরা-দুপুরেই দিন ডুবে যায়।—ঝুটা তেরি শর্‌বৎ।
পেয়ালার পর পেয়ালা ভরেছি—বেহুঁস করেনি দিল্।
মাথাও ঘোরে না, রক্তের জোশ্ বাড়ে না যে একতিল।
যাক্। সব যাক্। লাথি মেরে ভাঙো। কর সব চুরমার।
কাজ নাই মোর বাদ্‌শাহী তখ্‌ত্—দিল্লীর দর্‌বার।
ঘোড়া নিয়ে এস—খুরে ক্ষয় করি সারা হিন্দুস্থান।
শহর-কেল্লা জ্বালাইয়া দিয়া রাঙাইব আস্‌মান।
তৈমুর। আজ তোমার বংশে খুনের পিপাসা নাই?
বিষের জ্বালায় বুক জ্বলে, তবু বসে' থাকে এক-ঠাঁই।
যেথা যত আছে সুন্দর মুখ—কাটিয়া পাহাড় কর।
কালো-চোখ সব ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হাজার থলিতে ভর।
মস্‌জিদ্ হোক্ ঘোড়া-ঘর, আর হারেম কসাই-খানা।
আল্লার নাম করে যদি কেউ, টুঁটি কেটে কর মানা।
বুক ফেটে যায়।—এও কি আমার শাস্তির শেষ নয়।—
ওরে হতভাগী। নাই তোর মুখে এতটুকু বিস্ময়।

চেয়ে আছ তবু অপলক চোখে, দয়া নাই মনে তোর!
রাক্ষসী! আমি সব দিয়েছি যে! তবুও আমিই চোর!...
মহবৎ! আমি তোমার মতন দেখিনি শিকারী-বীর—
এত বড় এই বাঘের পাঁজরে তুমিই বিঁধিলে তীর!
তবে আর কেন? বাঘেরে ধরিয়া বাঘিনীরে ছেড়ে দাও!

নূরজহান

ছি-ছি, ছি-ছি! এই দাঁড়াইনু আমি, নড়িব না এক পা'ও!
কেন অপমান কর আপনার?—তোমারি হুকুম ঠিক!
মহবৎ তারে ফিরাইয়া দিবে!—ধিক্ তায়, ধিক্! ধিক্!
মরিতে চাহিনি একদিন বটে—এমনি সে পরোয়ানা
পেয়েছিনু, সে যে পাঁচ-আঙুলেই রক্তের সই টানা!
সঙ্গে তাহার দিয়েছিল ছুরী—জ্যোৎস্নায় তুলে ধরি'
দেখি সে কঠিন ইস্পাতময় অশ্রু পড়িছে ঝরি'!—
সেদিন পারিনি, বড় সাধ হ'ল বাঁচিবারে পুনরায়,
সারারাত তাই বুকে করি' শেষে ফেলে দিনু দরিয়ায়!
পিছনে যেন কে চুলে ধরি' মোর, তুলে নিয়ে গেল টানি'—
তারি বেদনায় মূরছিয়া ফের জাগিলাম রাজরাণী!
ভিখারীর মেয়ে মেহেরের ভালে তুমি দিলে রাজটীকা—
মোতিমহলের শামাদানে জ্বলে আলেয়ার আলো-শিখা!
রূপের রূপায় কেবা কিনিয়াছে সব-সেরা দৌলত?—
তোমার তাজের কোহিনূর নয়—হৃদয়ের সেলামত!

রূপের কদর জানি খুব জানি!—তস্‌বীরে হয় আঁকা,
রূপ সে বিকায় কানা-কড়িতেই, তস্‌বীর লাখ-টাকা!
কেউ ঝরে' যায়, কেউ বা লুকায় অশ্রুর কুয়াসায়!
বাঁদী-হাটে কেউ শিকলিতে বাঁধা, হতাশ নয়নে চায়!
মেহেরের চেয়ে অনেক রূপসী রূপের পসরা নিয়া
দ্বারে-দ্বারে কেঁদে ফিরে গেছে এই ধরণীর পথ দিয়া!
নূরজহানের রূপ বড় নয়—বড় ওই বুকখানা!
তাই মানি নাই আর-একজনের মরণের পরোয়ানা!…
হে মোর বিধাতা! নিয়তি আমার! দরদী গো নির্দ্দয়!
জনমের মত ঘুচাইয়া দাও তোমার প্রেমের ভয়!
মরিয়াও আমি মরিব কি সখা!—ঘুমাইতে পাব সুখে?
কবরে আমার ভালো করে' দিও পাথর চাপায়ে বুকে!
যদি কোনোদিন আবার কখনো নাম ধরে' ডাকো তায়—
মাটির মাঝারে মরা-দেহ উঠি' বসিবে যে পুনরায়!
দোহাই তোমার!—যা-কিছু বিচার শেষ কর এই বেলা,
বল, বল—এই প্রাণটারে নিয়ে সাঙ্গ হ'ল কি খেলা?

জহাঙ্গীর

ভালো করে' কাঁদো!—ঢাকিও না মুখ—এত শোভা, মরি মরি
হাহা করে প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আঁখি ভরি'!
ওই মুখ যবে জলে ভেসে যাবে আল্লার দর্‌বারে,
'রোজ্‌-কিয়ামত'-ভেরীর আওয়াজ থেমে যাবে একেবারে!

যত পাপ, 'গোনা',—তুনিয়ার যত বান্দার বেইমানি—
মাফ হয়ে যাবে। শয়তান এসে দাঁড়াইবে যোড়পাণি।…
মহবৎ, তুমি পাথর বনেছ। কোনো কথা নাই মুখে।
এত বে-দরদ্।—কলিজায় দোল দেয় নাকি ওই বুকে?
এখনো দাঁড়ায়ে কি দেখিছ বীর? আরো কি বিচার চাও?
বলিও না কিছু—আর বলিও না।—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।
আদেশ নহে সে, মিনতি আমার।—কি ভাবিছ মহবৎ?

মহবৎ খাঁ

যেমন আদেশ বান্দার 'পরে—তাই হোক্ হজ্‌রত্।

মাধবী

শরতের রবি প্রহরে প্রহরে ঢেলেছে তপ্ত সোনা,
নীলের পাথারে শাদা-মেঘেদের সারাদিন আনাগোনা
সন্ধ্যা তখনো হয় নাই, পথে চলেছি মাঠের পানে,
থমকি' দাঁড়ানু—ডাহিনে অদূরে ইঁদারাটি যেইখানে।
উঁচু পাড় তার, তলাটি বাঁধানো, তক্‌তকে চারিধার,
একটি সে বড় বকুলের তলে একটু সে আঁধিয়ার।
সেইখানে দেখি, অপরূপ একি! তখনি লইনু চিনি'—
অস্ত-মেঘের লাল বাস পরি' দাঁড়ায়ে সৌদামিনী!
নট্‌কনা-রং শাড়ীটির ভাঁজে দেহের সকল রেখা
নত-উন্নত তনুটির তটে ছবিটির মত লেখা!
মুখটি আড়াল, খোঁপাটি আতুল—দোপাটির ফুল তায়,
গণ্ড, চিবুক, একটু সে গ্রীবা, হাতখানি—দেখা যায়।
আলোকের শিখা বেড়িয়াছে যেন শুভ্র সে ফুলতনু—
সবটুকু তার দেখা নাহি যায়—শরতের রামধনু!

তবু মনে হয়, হেরিলাম যেন সবটুকু আঁখি ভরি',
ষোলকলা যেন নিমেষে পূরিল সপ্তমী-বিভাবরী!
না-দেখা সে মুখ আভাসে হেরিনু অন্তর-আঁখি দিয়া—
কত জীবনের পরিচয় সে যে, চির-জীবনের প্রিয়া!
তাহারি মূরতি গড়িয়া তুলিনু সকলের-গাওয়া গানে,
ধরিলাম তায় ছায়া-আলো-আঁকা অবনীর মাঝখানে!
কালো কেশতলে ললাট-নিটোলে আঁকিনু যে ভুরু দুটি,
চেয়ে তার পানে উদ্ধত জনে চরণে পড়িল লুটি'!
অনলে-সলিলে মিলায়ে রচিনু উজল আঁখির তারা,
ওষ্ঠে বহিল বিষ-নিশ্বাস, অধরে পীযুষ-ধারা!
আমার মানসী মানবীর রূপে, বকুলের ছায়াতলে,
দাঁড়াইল পুন, মুখখানি আর ঢাকিল না কোন ছলে!
আজ মনে হয়, একি পরিচয়! আঁকিনু এ কার ছবি!—
সকলে যে মুখ এত বাখানিল, তারে ত দেখেনি কবি!

(হায় কবি, হায়! এমনি করিয়া জীবনের যত ফাঁকি
কল্পনা-রঙে রঙীন করিয়া ঢুলায়েছ দুই আঁখি।
আধখানি দেখে' বাকি আধখানি ভরিয়া গানের সুরে,
যাহার প্রতিমা গড়িতেছ তুমি, সে যে থেকে যায় দূরে!)
লাজ ভেঙে দিয়ে, মুখটি ফিরায়ে, খুলিয়া নয়ন-তারা,
আপন পুতলি হেরিয়া সেথায় হওনি আত্মহারা।

বি স্ম র ণী

সারাটি রজনী দীপ জ্বেলে রেখে, বাঁধিয়া বাহুর ডোরে,
স্বপন-মগন সে-রূপ তাহার দেখনি নয়ন ভরে'।
(হৃদয় যাহারে দাও নাই, তারে মনের মুকুরে ধরা।
ডুব নাহি দিয়ে, শুধু রূপ-জলে গানের গাগরি ভরা।)
ভালো যারা বাসে তারাই চিনেছে, তুমি আঁকিয়াছ তারে-
সে-দিনের সেই তরুণীরে নয়—নিখিলের বনিতারে।
যার তনু ঘেরি' আরতি করিল শরতের আলো-ছায়া—
মানস-বনের মাধবী সে হ'ল?—ফাগুনের ফুল-কায়া।

কন্যা-শরৎ

দোপাটি-ফুল—চুট্‌কি পায়ের,
সন্ধ্যামণির নাকছাবি,
গোট পরেছে অপ্‌রাজিতার,
কুন্দকলির সাতনরী-হার,
আঁচল-খুঁটে রিংটি-ভরা
কৃষ্ণকলির লাখ চাবি !

সাদা মেঘের গামছা ভাসে
আকাশ-দীঘির ডুব-জলে,
সাঁতার দিয়ে কে ধরে তায় ?—
স্বপন যে ছায় আঁখির পাতায় !
নাইতে নেমে বাড়্‌ছে বেলা,
দুপুর-রোদে রূপ জ্বলে !

বি স্ম র ণী

মাটির পরে লুটোয় যে তার
বারানসীর সেই চেলি—
আলোয়-কালোয় ওই যে বোনা
কঙ্কাখানির সাঁচ্চা সোনা—
পথের ধুলোয়, বনের ফাঁকে,
হেথায় হোথায় দেয় মেলি' !

শিউলিগুলি খোঁপায় প'রে
সাঁঝের প্রদীপ নেয় জ্বেলে,
ভোর-আঁধারে চুলটি খুলে'
আবার সে সব দেয় ফেলে।
লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণিমাতে
আল্‌পনা দেয় আপন হাতে,
রাত পোহালে জল্‌কে চলে—
সোনার ঘটে কাঁখ চাপি' !

শিউলির বিয়ে

বিয়ের ফুলটি ফোটার আগেই গায়ে হলুদ যার,
সবাই তারে ফেল্‌বে চিনে'—শিউলি যে নাম তার।
ডালটি কিছু উঁচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে—
স্বভাবটি তাঁর রুক্ষ যেমন, গরীব সবার চেয়ে!
বেল-মালতী, জুঁই-চামেলি—এরা সমান ঘর,
কাজেই এদের—যেমনটি চাও, জুটবে তেমন বর।
শিউলি থাকে একটি টেয়ে গন্ধটুকুন ঢেকে,
শ্বেত-করবী দেখ্‌ত তারে পাতার আড়াল থেকে।
প্রজাপতি—ঘটক তিনি—করেন যাওয়া-আসা,
বলেন, "বিয়ের বয়েস হ'ল, রূপে-গুণে খাসা,
পাল্‌টি-ঘরের একটি যে বর—পাড়ায় থাকে সে,
বল' যদি, দিন করি এই মাসের একুশে।
বাপ তো তোমার রাজিই আছে—সেয়ানা তুমি, তাই
গায়ে হলুদ দেওয়ার পরেও মত্‌টি নেওয়া চাই!"

শিউলি বলে, "তাই যদি হয়, ঘটক, তুমি যাও,
আমি যে আজ স্বয়ম্বরা—পাড়ায় বলে' দাও।"
শুনে' সবাই ছি-ছি করে—'এমন দেখিনি!
কুলীন বলে' লজ্জা-সরম একটু রাখে নি!'
সন্ধেবেলায় ফুল-বাবুরা বল্‌লে মীটিঙ্‌ করে'—
শিউলিরা সব হ'লেন তবে আজ থেকে এক-ঘরে'।
হয়েছে যার গায়ে-হলুদ—বর যদি না জোটে,
জব্দ হবেন বাপ-বেটিতে, থাক্‌বে না জাত মোটে!
শিউলি বলে, "ভয় কি বাবা! ভাব্‌না কিসের শুনি?
ভোর না হতেই বিদেয় হব,—না হয় ত' এখ্‌খুনি!"

*　　*　　*

দখিন-হাওয়া বল্‌লে তারে, "উড়িয়ে নে যাই চল্‌—
গোলাপী-রং পরীর দেশে ঢাল্‌বি পরিমল;
মেঘের থামে মণির মালায় তারার বাতি জ্বেলে
গাঁথ্‌বে তোমায় চিকণ হারে, নীলার থালায় ঢেলে!
শুকতারাটি ঘুমায় যখন রাত্রি-জাগার পর,
শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুল্‌বি মনোহর!
আল্‌গা তোমার বোঁটার বাঁধন খুল্‌ব নাকি, সই?"—
শিউলি বলে, "কেমন করে' আকাশ-কুসুম হই!"

জ্যোৎস্না এল, জরীর চাদর ধুলোয় লুটিয়ে,
বকুল-চাঁপা-হাস্নুহানার গন্ধ ছুটিয়ে;

বি স্ম র ণী

সাদা মেঘের টোপর মাথায়, জর্দ্দা চেলীর পাড়ে
চওড়া কালো ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে!
এসেই মুখে একটি মুঠো মাখিয়ে দিয়ে আলো,
বল্লে, "তোমার নেই পাউডার?—দেখায় সে কি ভালো?
রূপের স্বপন দেখ্‌বে যদি বন্ধ কর আঁখি,—
তার চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি।
নিশুত্‌ রাতের নিরালাতে চাইবে যখন ফের,
রুক্ষ-কঠিন শাখার ব্যথা আর পাবে না টের।
আকাশ থেকে আস্‌বে নেমে পরী-কুটুম্বিনী,
বনে বসে'ই পার্‌বে হ'তে স্বপন-বিহঙ্গিনী।"—
একটি কথা কয় না দেখে জ্যোৎস্না গেল ফিরে,
শিউলি ভাবে—'চাইনে স্বপন ভুল্‌তে ধরণীরে'।

আঁধার যখন আব্‌ছা হ'ল পুব-আকাশের পানে,
পাখীর ন'বৎ উঠ্‌ল বেজে ঘুমেরি মাঝখানে,—
শিউলি শুনে শিউরে ওঠে, বুকের তলায় তার
কিসের যেন সুখটি জাগে—গায় কি চমৎকার!
গাইছে—"ওগো ফুলের মেয়ে, জানি তোমার পণ,
—কোন্‌ জনারে সকল শোভা কর্‌বে সমর্পণ।
ধূলোর উপর কে পেতেছে বুকের আসনখানি?
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানি?
মাড়িয়ে চলে সবাই, তবু মাথায় করে শেষে—
দেব্‌তাকে দেয় শীষটি যে তার, পুণ্য আশিস্‌ যে সে!

মেঘের মতন, শূন্য-পথের নয় সে উদাসী,
চপল হাওয়ার ইয়ার সে নয়, গন্ধ-বিলাসী।
রূপটি যে তার প্রাণের আরাম, দূর্ব্বাদলশ্যাম—
জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম।"

শিউলি বলে, "থাম্ না তোরা, ছুটি পায়ে পড়ি,
এখ্‌খুনি সব উঠ্‌বে জেগে, বল্‌বে—গলায় দড়ি!—
সইতে আমি পার্‌বো না সে,—তবু, দোয়েল ভাই,
কুলীন হ'য়েও কেমন করে' এমন ঘরে যাই!
বুঝ্‌ছি প্রাণে—মন টেনেছে ধূলোমাটির পানে,
দখিন-হাওয়া, আকাশ পেলেও থাক্‌ব না এইখানে।
ঝিঁঝিঁর ডাকে শুনেছিলেম করুণ কাঁদন তার—
সারাদিনের অনেক ব্যথার একটি সে ঝঙ্কার!
তাই ত আমি মনে-মনেই হ'লাম স্বয়ম্বর,
এক নিমিষেই আপন হ'ল—ছিল যে-জন পর!
তবু আমার এম্‌নি কপাল!—দেখ্‌তে না পাই তাকে,
জোচ্ছনা আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে!...
বল্‌না তোরা—ভোর হ'ল কি? মিহিন্ কুয়াশায়
ছাদ্‌না-তলা দেয় কি ঢেকে ওড়্‌নাখানির প্রায়?
সেই লগনে তোরা সবাই তুলিস্ কলস্বর,—
ততক্ষণ এই চোখের শিশির ঝরুক তাহার 'পর।"

* * *

সকালবেলায় ঘুমটি ভেঙে সবাই দেখে আসি—
সবুজ ঘাসের বুকের উপর শিউলি-ফুলের হাসি!

বাদল-রাতের গান

বাঁশী বাজে বাদল-রাতে
বৃষ্টিধারার সাথে-সাথে,
বাঁশী বাজে, বৃষ্টি পড়ে—
গাছের পাতায়, ঘরের ছাতে।
গভীর রাতে নিদ্রাহারা—
মনের ঘরে বেড়ায় কারা?
চম্‌কে ওঠে বাতির আলো,
দেয়ালে সব কালো-কালো
ছায়া নাচে—হাতটি হাতে,
বাদল-বাঁশীর সাথে-সাথে!
আলো কাঁপে, ছায়া নড়ে—
দেখ্‌ছি শুয়ে বিছানাতে।

বাঁশী বাজে ব্যাকুল শ্বাসে,
বৃষ্টি-ধারায়, বিজন বাসে।
হারা-দিনের স্বপনগুলি
চোখের পাতা দেয় যে খুলি'।

বি স্ম র ণী

যা' ছিল, যা' হবে না আর—
সেই গানেরি সুরের বাহার
বাজায় বাঁশী বাদল-রাতে,
বৃষ্টিধারার সাথে-সাথে !

বৃষ্টি পড়ে ঘরের ছাতে—
জ্যোৎস্না নামে আঁখির পাতে !
বাদল-মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদ উঠে যে !—কোকিল ডাকে !
বাদল-ধারায় বাঁশী বাজে
ছুপুর-রাতে প্রাণের মাঝে !

একটি সে পথ ছায়ায়-ঢাকা,
আঁধার-আলোর মায়ায় মাখা—
সেই সে পথে এক তরুণী
(এখনো তার কাঁকণ শুনি !)
ভর্‌তে আসে কলসটিরে
হাসির গাঙে, সুখের নীরে !
হঠাৎ গেল পথ হারিয়ে—
কার ঘরে সে উঠ্‌ল গিয়ে !
আজ্‌কে যে তা'র সে-মুখখানি,
অধর-ভরা মৌন-বাণী,

বিস্মরণী

নিদ্রাহারা আঁখির পাতে
স্বপন দেখায় বাদল-রাতে !

বাদল-মেঘের অশ্রুজলে
দেখ্‌ছি যে তার কুম্ভ ভরা !
উছ্‌লে ওঠে কক্ষতলে—
আঁকড়ে তবু বক্ষে-ধরা !
দাঁড়িয়ে ঝুঁকে শিথান 'পরে,
বৃষ্টিধারার গান সে করে !
কালো চোখে পলক যে নাই,
কালো কেশের দিশা না পাই !
কেবল অধর তেম্‌নি আছে—
তেম্‌নি রাঙা, বুকের আঁচে ।
সেই সাহসে মনের ভুলে
দিতে গেলাম মুখটি তুলে—
জান্‌লা ঠেলে দম্‌কা-হাওয়া
ধম্‌কে বলে, "আবার চাওয়া !
সিঁদুর ও যে সিঁথির সীমায়—
পরের ঠোঁটে চুমু কি খায় !"

বাঁশী বাজে বাদল-রাতে,
বৃষ্টিধারার একটানাতে,

বিস্মরণী

‘হ’ত যা’ – তা’ আর হবে না’-
গাইছে তারি সাথে-সাথে।
আবার স্বপন ঘনিয়ে আসে
বাঁশী বাজে ব্যাকুল শ্বাসে,
গাছের মাথায় বাতাস মাতে,
গভীর দুপুর-বাদল-রাতে।
আলো কাঁপে, ছায়া নড়ে—
দেখ্‌ছি শুয়ে বিছানাতে।
বাঁশী বাজে, বৃষ্টি পড়ে
গাছের পাতায়, ঘরের ছাতে।

বাঁধন

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে।
দীপ মিটি-মিটি, শেষ হয় রাত,
শিশু আর পাখী আনিছে প্রভাত,
বড় হাত মোর কণ্ঠে জড়ায়,
ছোট হাতখানি
বুকে আসে—
পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে।

আজি নিশা-শেষে একি সুমধুর
জাগরণ!
একি আঁখি-সুখ আহরণ!
কচি অধরের হাসির কাকলি
কোন্ সুখে প্রাণ তুলিছে আকুলি'

১০

বি স্ম র ণী

রমণীর মুখে নূতন মহিমা—
নিমেষে টুটিল
আবরণ।
আজি নিশা-শেষে একি সুমধুর
জাগরণ।

ঘুম-ভাঙা আঁখি হেরিছে স্বপন
অনিমেষে—
স্বরগ-সুধার রসাবেশে।
প্রিয়া চেয়ে আছে শিশুর বয়ানে—
শিথিল বেণীটি লুটায় শিথানে,
ঝল্‌মল্‌ করে হারখানি তার
পয়োধর-মূলে
সরে' এসে।—
মোর আঁখি আজ হেরিছে স্বপন
অনিমেষে।

(বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা—
রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা।
অধরে মদিরা, নয়নে নবনী,
একি অপরূপ রূপের লাবনি।

বি স্ম র ণী

সুন্দর! তব একি ভোগবতী
মরম-পরশী
রসধারা!
বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা।

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে।
জনমে-জনমে ওই বাহুপাশ,
শিশু-কণ্ঠের ওই কলভাষ,
বাঁধিয়াছে জানি গাঁটছড়াখানি
দ্বিগুণ করিয়া
দৃঢ়-ফাঁসে—
তাই ধরা পড়ি এই ধরণীর
বাহুপাশে।)

পথিক

জানি শুধু—যাব বহুদূর,
আসিয়াছি বহুদূর হ'তে।
জানিনা কোথায় কবে
পথ-চলা শেষ হবে—
লুকাইবে লোক-লোকান্তর
অন্তহীন অন্ধকার-স্রোতে।

যত চলি তত ফিরে ফিরে
চেয়ে দেখি দূর বনরেখা—
ফেলিয়া এসেছি যারে
রাত্তি-শেষ আঁধিয়ারে,
স্মরি' তায় ঝরে আঁখিনীর,
আবার যে-একা—সেই একা

পড়ে' আছে নব উষাপানে
দূর দেশ, কোথা নাই কেহ!

তারি মাঝে তরু-ছায়া
রচিবে নূতন মায়া,
পুন কোন্ অচেনার গানে
ভুলে যাব কালিকার স্নেহ।

শুধু চলা!—পিছনে সমুখে
পথখানি আদি-অন্তহীন!
সমুখেরে করি পিছে—
কাল ছিল, আজ মিছে!
মেতে উঠি ক্ষণিকের সুখে—
ভালোবাসি, তবু উদাসীন!

তবু এই জনম-জাঙাল
চাহি না যে শেষ করিবারে!
জানিতে চাহিনা কবে
দেহ-যাত্রা শেষ হবে—
মুছে যাবে লোক-লোকান্তর
অন্তহীন অন্ধকার-স্রোতে।

মৃত-প্রিয়া

কাল রাতে সে স্বপ্নে আবার দাঁড়িয়েছিল এসে,
তেম্‌নি করে'—তেমনি মলিন হেসে !
মুখখানি তার ছোট-বেলার মত—
নতুন-বিয়ের বধূর মতন নত,
শিশির-ধোয়া ফলটি যেমন—অশ্রুজলে মাজা'
গাল দু'খানি তেম্‌নি নিটোল তাজা !
দাঁড়াল সে জান্‌লাটিতে এসে,
স্বভাব-সরল বালা-বধূর বেশে ।

দুই হাতে তার মুখটি তুলে' ধরে',
দিলাম শুধু দৃষ্টি-চুমায় ভরে' ।
চোখের কোনায় ঘুমের কাজল টানা—
ঘরের ভিতর আস্‌তে যেন মানা !
ইচ্ছাটি তার—বাঁধি বাহুর ডোরে,
আমি কেবল মুখটি দিলাম দৃষ্টি-চুমায় ভরে' ।

বি স্ম র ণী

যাবার বেলায় শেষ-বিদায়ের রূপটি সে ত নয়।—
সে যে আরো অনেক বয়স—অধিক পরিচয়।
এ যেন সেই আদর-চাওয়া নিত্য-অভিমানী—
প্রথম-প্রেমের ফুল-ফাগুনের সোহাগ-সুখের রাণী।
এ যেন সেই কিশোর-কালের বৃন্দাবনের সাথী,
—ভরা-দুপুর ছিল যখন পূর্ণিমারি রাতি।
ছিল যখন বুকের মাণিক বাহুর হারে গাঁথা,
গাল দু'খানি ধর্‌লে হাতে, বুজ্‌ত চোখের পাতা।
মুখখানিতে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে-ওঠা একটু অনাদরে-
ফুট্‌ত হাসি তেম্‌নি আবার একটি চুমার পরে।
এ যেন সেই দীঘির জলে সকালবেলার ফুল,
বোঁটায় যেন ভার সহে না—পাপ্‌ড়িতে আকুল।

চাঁদ ছিল না, বোধ হয় যেন শুধুই তারা জ্বলে—
স্বপন-সাঁজের আলো-ছায়ার তলে
চেয়ে মুখের পানে—
মনে হ'ল, সেই বা কোথায়, আমিই বা কোন্‌খানে।
এত কাছে, এত আপন।—প্রাণের পরিচয়।
তবু যেন আমার সে নয়, নয়।
তারে যেন হারিয়ে গেছি, আর পাব না ফিরে—
সে যেন কোন্ পরদেশিনী—আর এক সাগর-তীরে,
কোন্ সে মহা রহস্য-মন্দিরে

বি স্ম র ণী

বাস করে সে একাকিনী—বল্‌তে আছে মানা,
আমার সে যে নিতান্ত অজানা।

কইলে শুধু একটি কথা—কণ্ঠ যেমন মধুর,
তেম্‌নি করুণ বুক-ফাটা স্বর অভিমানী বধূর।—
আদর করে' হাত দু'খানি হাতের মুঠায় ভরে'
জিজ্ঞাসিলাম, "হাঁগো, তুমি এলে কেমন করে'?"—
চোখ নামিয়ে মাটির পানে চেয়ে,
বল্‌লে যেন কতই ব্যথা পেয়ে—
"এসেছি যা' করে'।"
—কান্নাতে তার কণ্ঠ এল ভরে'।
আমি যেন কতই নিঠুর, কতই উদাসীন—
একটিবারও দেখ্‌তে তারে চাইনি এতদিন,
তারই যেন একার জ্বালা—তারি যেন মরণ।
টান্‌তে গেলাম বুকের কাছে—হয় না যে আর স্মরণ।

হঠাৎ গেল ঘুমটি ভেঙে, রাত্রি তখন অনেক—
বাইরে এসে আকাশ পানে রইনু চেয়ে ক্ষণেক;
মনে হ'ল, এই ছিল সে দাঁড়িয়ে আমার পাশে,
এখনও তার কথার আভাস কানে আমার আসে
কৃষ্ণা রাত্তি—মাথার উপর মস্ত শামিয়ানা—
সোনার-কুচি-ছিটিয়ে-বোনা কালো কাপড়খানা।

তারি তলায় বিজন অন্ধকারে,
দুটি কথা চুপি চুপি বলিই যদি তারে—
শুন্‌তে দেবে নাকি?
মৃত্যুপুরীর প্রহরীদের ঢুল্‌ছে না আঁখি,
এমন গভীর নীরব নিশুত্‌-রাতে?
আকাশের ঐ একটি কোণা একটু তুলে' হাতে,
চায় যদি সে একটি পলক,
সরিয়ে দিয়ে আঁধার-অলক,
সেবারের সেই ছান্‌লা-তলায় শুভ-দৃষ্টির মত!—
বাণীটি তার বাজ্‌বে নাকি গহন-রাতির বীণায় অনাহত?
হ'লই বা সে অনেক দূরের
একটুখানি বাঁশির সুরের—
ঝর্ণা-ঝরার—শব্দ যেন সুদূর-পরাহত।
তারায়-তারায় পৌঁছে দেবে চোখের চিঠিখানি—
অকূল হতে আকুল-করা কাতর দিঠিখানি।

ওগো, তোমার পথ খুঁজে আর আস্‌তে হবে নাক,'
যেথায় থাকো, ঘুমিয়ে তুমি থাকো।
স্মরণ-শিখায় প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে,
বছর পরে বছর ঠেলে-ঠেলে,
পৌঁছব যে তোমার ঘরে আমি—
সেদিনের সেই চার-চোখেতে প্রথম-চাওয়ার স্বামী।

বি স্ম র ণী

জানি, তুমি আর ভুলেছ সবি—
দেহ-মনের সকল কালের ছবি,
অভিনয়ের সজ্জা যত—সব ফেলেছ খুলে,
বাঁধা-বেণী এলিয়ে এলোচুলে,
মৃত্যু-সিনান শেষে এখন পর্‌লে নিয়ে টানি'—
প্রেমের যেটি আসল বয়স তারি বসনখানি।
নও গৃহিণী, নও ঘরণী—সেইটি যে গো সকল ভুলের ভুল।
সংসার ত' তারেই বলে—নিত্য-ঝরা পল্‌কা বোঁটার ফুল!
একটু আছে গন্ধ-মধু, তাতেই করে অমর—
পরশ-মণির পরশ সে যে—বধূ-বরের অধর।

সেই ভরসার তরীখানি আঁধার অভিসারে,
এপার হ'তে বাইব আমি তোমারি ঐ পারে।
তোমায় আবার আন্‌তে যাব চতুর্দ্দোলায় চড়ি,'
ফুল-শয্যা যাবে আবার চাঁদের আলোয় ভরি'।
ঘোম্‌টা-খোলা মুখখানি সে দেখেও বারম্বার,
মনে হবে নতুন-দেখা, চির-চমৎকার।
যে-কথাটি বল্‌তে বাধে—লজ্জা করে কত—
বল্‌তে তবু কতই না সাধ—সেইটি অবিরত
লজ্জা-রাঙা মুখটি তোমার দুইটি হাতে তুলে,'
জিজ্ঞাসিব অধীর হয়ে, ভালোবাসার ভুলে।
সত্যিকারের সেই ক'টা দিন—চিরদিনের অতীত—
তারাই রবে সাথে-সাথে—মরণ-মোহন অতিথ।

বি স্ম র ণী

জগৎটারে রাখ্‌ব আমি দুয়ার হ'তে দূরে—
অজর হব স্মরণ-সুধায় পাত্রখানি পূরে'।
নির্ভাবনায় ঘুমাও তুমি, আমার স্বপন পাঠিয়ে দেব তোমায়,
আমায় তুমি হারাওনি ত।—সিঁদুর নিয়ে গেছ সিঁথির সীমায়।

মৃত্যু-শোক

এই মর্ত্ত্যের মূর্ত্তি-মেখলা
যে-রূপে বাঁধিল যারে,—
সেই অপরূপ রূপখানি যবে
মিশে যায় নিরাকারে,
সারা ধরণীর বায়ু-মণ্ডল
প্রেমিকের চোখে করে ছল্‌ছল্‌,
দিবসের ছায়া-আলোকাঞ্চল
অশ্রু মুছাতে নারে,
একটি সে রূপ না হেরি' নয়নে
বুক ভরে হাহাকারে।

যেমনি সে হোক্—তাই সুন্দর,
কেহ নহে তার মত!
জগতে কোথাও নাই সমতুল—
তাই কাঁদি অবিরত।
বহুর মাঝারে সেই একজন,
এক সে দেহের একটি গঠন—

তার যাহা-কিছু তাহারি মতন,
—একবার হ'লে গত,
এ ছায়া-আলোকে আর গড়িবে না
কায়াখানি তার মত।

(হায় দেহ!—নাই তুমি ছাড়া কেহ-
জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,
মূরতি-পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমাপানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহা পরিবেশ!—
দেহলীলা-অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে।)

(তোমারেই চিনি, হে দেহ-দেবতা!-
প্রলয়ের একাকার
তুমিই রুধিছ বহুবিধ রূপে
তোমারে নমস্কার!
দেহে-দেহে তুমি, এত অভিনব!
দেহের বাহিরে কোথা বাস তব?

বিস্মরণী

হাসি-ক্রন্দন—তব উৎসব !
পিরীতির পারাবার !
অধরে, উরসে, চরণ-সরোজে
আরতি যে অনিবার !

যাহারে হারাই তার মত নাই—
এই শুধু মনে জাগে,
তাই আমরণ স্মৃতি-মন্দিরে
নাম জপি অনুরাগে।
দেহ নাই আর, তবু দেহ দিয়া
প্রেতলোকে তারে রেখেছি বাঁধিয়া,
রূপ অরূপের দুয়ারে কাঁদিয়া
তারি দরশন মাগে—
কায়া নাই, তবু ছায়াখানি তার
রাখি নয়নের আগে !

দেহ নশ্বর, নহে তাঁর মত—
ভুবনেশ্বর যিনি,
তাঁরে পাওয়া যায়, যোগী-সাধকেরা
সাধনায় লয় জিনি'।
আর তুমি, প্রেম !—দেহের কাঙ্গাল
হারাইলে আর পাবে না নাগাল,

বি স্ম র ণী

শতযুগ এই জনম-জাঙ্গাল
ঘুরিলেও কোন দিনই
পড়িবে না চোখে সেই রূপ-রেখা—
স্বপনের সঙ্গিনী

যারে পাওয়া যায় কোটি বরষেও—
কি তার মূল্য আছে?
তাই মহেশের অচল বক্ষে
মহামায়া ঐ নাচে।
গলে দোলে, হের, মুণ্ডের মালা,
লোল রসনায় পিপাসার জ্বালা,
পিঠের তিমিরে মৃত-দিক্‌বালা
দশদিক্‌ ব্যাপিয়াছে!—
মথিয়া চিত্ত, মহা অনিত্য
নিত্যের বুকে নাচে।

যার সাথে দেখা শুধু একবার,
অসীমের সীমানায়,
জন্ম-নদীর জল-বুদ্বুদ
মৃত্যুর মোহানায়!—
চল-তরঙ্গ তটের কিনারে
আছাড়ি' পড়িয়া গড়িছে যাহারে,

তার সে ভঙ্গি ধরিতে কে পারে
স্রোতোমুখে পুনরায় ?
তাই জীব যে গো শিবেরও অধিক,
দুর্লভ-কামনায় !

অসীম আঁধারে সে যে বিদ্যুৎ !
—অদ্ভুত পরকাশ !
সাগরে-গগনে ক্ষণ-আহ্বান—
সৃষ্টির উল্লাস !
তাহারি বিহনে বিদারি' শ্মশান
কাঁদে সতী-হারা শিবের বিষাণ,
তারি নখকণা তীর্থ-নিশান
—অমৃতের আশ্বাস !
পীঠে পীঠে তারি পাদপীঠ 'পরে
পাষাণের পরিহাস !

তাই মনে হয়—দিবসে নিশীথে,
তন্দ্রায় জাগরণে,
হারা-মুখ যবে ধেয়াই একেলা
বেদনার তপোবনে—
যেন চলিয়াছি তরণী বাহিয়া
অস্ত-রঙ্গীন আকাশে চাহিয়া—

বি স্ম র ণী

যেন সে গোধূলি-আলোকে নাহিয়া,
সৈকত-অঙ্গনে,
মিলিতেছে আসি' নব-নব বেশে
নরনারী জনে-জনে।

তটভূমি 'পরে রয়েছে দাঁড়ায়ে
মূরতি সে অগণন,
যেন মায়াময় ছায়া-পুত্তল—
জুড়াল না দু'নয়ন।
বুঝিনু তখনি, সে কোন্ পিপাসা—
কার অকারণ দরশন-আশা
আঁখিতে পরায় অশ্রু-কুয়াসা,
—কুণ্ঠায় ভরে মন,
এ মিলন-মেলা বিরহেরি খেলা,
বৃথা এই আয়োজন!

একটি মূরতি খুঁজে খুঁজে ফিরি
জনতার মাঝখানে—
নব-মহিমায় নেহারি তাহারে,
স্বপনের সন্ধানে!

বিস্মরণী

পলক ফেলিতে সে ছায়া মিলায়,
আপন শূন্য সবারে বিলায়।—
উৎসব-শোভা ম্লান হ'য়ে যায়
আলোকের অবসানে,
মরণের ফুল বড় হ'য়ে ফোটে
জীবনের উদ্যানে।

ঘুঘুর ডাক

দুপুর-রাতের জ্যোৎস্না যেন—দুপুর-নিঝুম রৌদ্রখানি
অলস-শিথিল বাহুর ডোরে
ছায়ার গলা জড়িয়ে ধরে,'
এলিয়ে দিয়ে আলোক-তনু স্বপন দেখে কার না জানি!
বিজন-বনের বুকের ব্যথা,
তরু-লতার মনের কথা,
তপ্ত হাওয়ার হাই লেগে হয় পাতায়-পাতায় কাণাকাণি।
দূরে—হোথায় নদীর 'পরে
নৌকা চলে পালের ভরে—
থির-নিথরের মধ্যিখানে চলনটি তার ঘুমপাড়ানি!

এমন সময় অশথ-শাখে
ওই না হোথায় ঘুঘু ডাকে?—
রূপালি-সুর উঠ্‌ল বেজে দুপুর-বীণার সোণার তারে!
আব্‌ছা' হ'ল আঁধার যে তায়,
নীল মেড়ে দেয় সবুজ পাতায়,
টুক্‌রা-রোদের আল্‌পনাটি ফুটিয়ে কে দেয় দুখের ধারে!

বি স্ম র ণী

বদ্‌লে গেল আলো-ছায়া,
দুপুর-দিনেই রাতের মায়া—
ঝাঁ-ঝাঁ-আকাশ জুড়িয়ে গেল হঠাৎ-ফোটা তারার হারে

ঘুঘু ডাকে, আবার ডাকে—
ঘুমের বনে, স্বপন-শাখে!
এক নিমেষে মিলিয়ে যে যায় সহজ-চোখের শ্যাম-সোণালি।
দাঁড়িয়ে সে কোন্ সাগর-কূলে,
চোখের উপর হাতটি তুলে'
দিগন্তরের ধূসর সীমায় দেখ্‌ছি দিনের শেষ-দীপালি!
যে-সুখ আমার নেইক জানা,
যে-দুখ বুকে দেয় নি হানা—
তারই পরশ করায় বুকে আঁধার-আলোর ঐ মিতালি!

রূপ-কথারি রূপের রাণী, পাথর-পুরীর প্রাচীর-তলে,
সাঁজের আলোর আব্‌ছায়াতে বন্দী-যুবার বক্ষে ঢলে!
রাত-প্রভাতের কঠিন মরণ
আপন মাথায় কর্‌লে বরণ—
তার চরণের শিকলখানি জড়িয়ে বাঁধে আপন গলে!
বিদায়-বেলার সেই যে হাসি,
নয়ন-ভরা চাউনি-রাশি—
গভীর রাতের চাঁদের মতন, নীল-আকাশের অগাধ জলে!—

সেই চাহনির কালো-ফিতায়,
সেই হাসিটির জরীর স্থতায়,
হুপুর-দিনের ঘুমের শাড়ীর পাড় বুনে দেয় স্থরে স্থরে-
ঘুঘু ডাকে ওই যে দূরে!

ঘুঘু-ঘুঘু! ঘুঘু-ঘুঘু!—
তেপান্তরের মাঠের 'পরে মরুর হাওয়া বইছে হুহু!
পেলেম দেখা সেই বিদেশে
ছায়া-পুরীর প্রান্তে এসে—
একটি যে গাছ তারি তলায়—তারি শাখায় ডাক্‌ছে ঘুঘু!
পেলেম দেখা—চিন্‌লে না সে!
বাঁধ্‌তে গেলাম বাহুর পাশে—
পিছিয়ে দাঁড়ায়, মাঝখানে সেই মাঠ যে দেখি কর্‌ছে ধূ-ধূ!
অস্ত-পারের একটি তারা
তাকায় যেমন পলক-হারা—
তেম্‌নি করে' রইল চেয়ে মুখের পানে সে-জন শুধু!

ঘুঘু—ঘুঘু—ঘু!—
পোড়ো-বাড়ীর আঙিনাতে,
শিউলি-ঝরা শরৎ-প্রাতে,
সোণার জলের ছড়া কে দেয়?—সেই কথা কি ঘুঘু বলে?

বি স্ম র ণী

ঝুলে-পড়া বারান্দাতে,
ভাঙা-ছাতের আলিসাতে
চাঁদের আলোর হাহা-হাসি—ঘুঘু শুধায়—কিসের ছলে ?
শ্মশান-পথে যাবার বেলায়
বধূর দু'পায় আল্‌তা বুলায়—
কেমন শুভ-সিঁদুর দিয়ে সাজায় তারে এয়োর দলে !

ঘুঘুঘু—ঘু—ঘু।—
ঘুঘুর ডাকে অলস দুপুর
একটি পায়ের বাজায় নূপুর,
আওয়াজটি তার থিতিয়ে ওঠে গভীর নীরবতার বুকে ;
কোন্ বিধবা রুক্ষ-কেশে
জান্‌লাটিতে দাঁড়ায় এসে,
ঘুঘুর ডাকে উলুধ্বনি শুন্‌ছে সে কি স্বপন-সুখে ?
সুরটি ঝিমায় বুকের তলে—
রৌদ্র যেমন দীঘির জলে,
কান্না-চাপা' গানের মত ক্ষণেক ভোলায় সকল দুখে !
চির-রোগীর পাণ্ডু ঠোঁটে
পান-খাওয়া লাল-রংটি ফোটে,
অন্নহীনের প্রেমের চুমা উপোস-করা প্রিয়ার মুখে !

বিস্মরণী

ঘুঘু ডাকে ?—আর ডাকে না।
সুরটি যে তার যায় না চেনা,
রৌদ্র-পাথার নিথর হ'ল, বনের ছায়া ঘনিয়ে আসে।
ঘুঘুর ডাকের সুরের তূলি
আঁক্‌ছিল যে স্বপনগুলি—
মেঘের শাদা ননীর মত মিলায় তারা নীল আকাশে!
ঘুঘু ডাকে কেমন সুরে ?—
ডাকে সে যে অনেক দূরে।
মনের মাঝে হারিয়ে যে যাই—সে সুর এখন কোথায় ভাসে।

সত্যেন্দ্র-বিয়োগে

'শরৎ-আলোর সোণার হরিণ' ছুট্‌ল না ত' গগন-পারে।
কে ভুলালো তোমায় কবি, অমানিশার অন্ধকারে?
পায়ের পারিজাতের স্বপন ছাইল নয়ন-দুইখানিতে—
সারা ভুবন পেরিয়ে গেলে কোন্ অচেনার হাতছানিতে?
হঠাৎ বুঝি পড়্‌ল চোখে মেঘের কোলে মরাল-সারি—
মানস-সরোবরের পথে চল্‌লে উড়ে' সঙ্গে তারি?

হায় কবি হায়, ফুলের ফসল ফুরায় নি যে। দিন ফুরালো!
শিউলি-বকুল সবগুলি ওই হাত দু'খানি কই কুড়ালো?
মনের বনের যে-সব কুঁড়ি ফুট্‌ল না আর গানের বোঁটায়—
দূর-বাগানের হাস্নুহানার গন্ধ হ'য়ে হাওয়ায় লোটায়।
আঁধার-রাতের হাস্নুহানা!—হাস্‌বে না আর জ্যোৎস্নারাতে।
মরণ-সাপের গরল-নিশাস জড়ায় যেন কেয়ার পাতে

বঙ্গবাণীর প্রাণের দুলাল!—বুক-জুড়ানো কোলের ছেলে!
মায়ের আচল-বাঁধা প্রসাদ সবটুকু যে তুমিই পেলে!

ঘুমপাড়ানি-গানের ছড়া শিখ্‌লে তুমি ঘুম না গিয়ে—
বাংলা-বুলির বুল্‌বুলি গো!—হাজার সুরে সুর মিলিয়ে!
মায়ের মাথার সিঁথির পাটি, মায়ের হাতের পৈঁছা-খাড়ু
অবাক হ'য়ে দেখ্‌লে চেয়ে, ভর্‌লে হাতে মিঠাই-নাড়ু!

•

তাপস তুমি! তপের বলে আন্‌লে সকল বিঘ্ন নাশি,'
ছন্দ-ভাগীরথীর ধারা—উঠ্‌ল জীয়ে ভস্মরাশি!
মৌন-মৃত যাদের বাণী সংস্কৃতের পাতালপুরে—
জয়-জয়ন্তী গাইল তারা নতুন করে' তোমার সুরে।
শব্দ-সাগর যেথায় ছিল—মিলিয়ে দিলে সেই মোহানায়
ঘুম্‌তি সাথে পাগ্‌লা-ঝোরা, সরযূ সাথে শোণ-যমুনায়।

•

আন্‌লে ভরে' ভাষার ঘটে সকল জাতির তীর্থ-সলিল,
ভুবন-জোড়া ভাবের হাটে পৌঁছে দিলে দাবীর দলিল।
তোমার মুখে বেণুর আওয়াজ সোণার বীণায় হার মানালো,
'কুহু-কেকা'র ফুল-ফাগুয়ায় চম্‌কে' ওঠে বিজ্‌লী-আলো।
'অভ্র-আবীর'-অঞ্জলিতে রঞ্জিলে যে চরণ তুমি——
শোভায় তাহার ধন্য হ'ল 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'।

পুরাতনের বিপুল পুরী—ভিতর-আঁধার দেব-দেউলে,
মণিকোঠার দুয়ার ঠেলে ধর্‌লে স্মরণ-দীপটি তুলে!
যুগান্তরের যবনিকায় লুকায় যে সব যুগ-সারথি—
তোমার কবি-চিত্রশালায় নিত্য তাদের ধুপ-আরতি!

বি স্ম র ণী

কোন্ সে-কালের রাজবধূরা চুলগুলি দেয় 'ধূপের ধোঁয়ায়'—
তাদের বসন-ভূষণ-ছটায় উচ্চশিরও কুবের নোয়ায়।

বাদল-দিনের দুই-পহরে আকাশ-ঘেরা মেঘের তলে,
শুন্‌ছি তোমার কাজ্‌রী-গাথা—মন-আঁধারে মাণিক জ্বলে।
কান্না-সুরে প্রাণের বেদন মধুর করে' তুল্‌ছে কারা?
কাজল-নয়ন সজল তাদের, কণ্ঠে সুখের সুর-ফোয়ারা!
বাদল-বায়ে দুলিয়ে দোলা, লুটিয়ে বেণী পিঠের 'পরে,
তোমার-দে'য়া গানের ধূয়া বছর-বছর এম্‌নি ধরে!

গৌড়-সারং বাজ্‌বে না আর?—গান-গাওয়া কি থাম্‌ল তবে!
শুক্লা-তিথির গান-দশমী অর্দ্ধরাতেই আঁধার হবে।
সেই কথা কি জান্‌তে তুমি?—প্রহর-শেষের মগ্নণ-ছায়া
ঘনিয়ে আসে, দেখ্‌লে চেয়ে?—তাই সে এমন করুণ মায়া
ফুটিয়ে দিলে চাঁদের মুখে, সবার-সেরা গরবা-গানে—
প্রাণের নিশুত্-নিদ্-রাগিণী গাইলে চেয়ে তারার পানে।

ছাতিম-গাছের তলায় তলায়, পঞ্চমুখী জবার বনে,
পাপ্‌ড়ি কে আর গুণ্‌বে কবি, মন্দ-মধুর গুঞ্জরণে?
টিয়ার-পালক-সবুজ ক্ষেতে উড়্‌বে যখন শালিক-ফিঙা,
ভাদর-ভরা গাঙের কূলে ভিড়্‌বে মকরাঙ্গী ডিঙা—
মা যে তোমার নামটি ধরে' যুগে-যুগেই ফির্‌বে ডেকে,
গানের মাঝেই মিল্‌বে সাড়া ভাগীরথীর দু'পার থেকে।

নব তীর্থঙ্কর

[বীর-যুবক যতীন্দ্রনাথ সুর ও চন্দ্রকান্ত দেবের
অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ উপলক্ষে]

মরণ দিতেছে হানা অনুদিন দুয়ারে দুয়ারে,
আমরা নয়ন মুদি' ভয়ে তারে দিই না যে সাড়া,
জীর্ণ কন্থা দিয়ে ঢাকি কম্পমান প্রাণ-পক্ষীটারে—
পঞ্জর-পিঞ্জর টুটি' কখন্ বা হয় দেহ-ছাড়া।
জানি, এই পূতি-পঙ্ক অন্ধকূপ হ'তে বাহিরিয়া
দাঁড়াতে শকতি নাই তরীহীন তমসার পারে—
যেথায় মিলিছে আসি', দলে-দলে মর-দেবতারা,
উষার উষ্ণীষ মাথে, লোকালোক-গিরিরে ঘিরিয়া।

প্রাণ নাই, ভাণ আছে—জন্ম মৃত্যু দু'ই বিড়ম্বনা,
মরণ যে হত্যা শুধু, বেঁচে-থাকা বিধাতার গ্লানি।
শাস্ত্র আছে—শিখিয়াছি ভালোমতে করিতে বঞ্চনা
মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বার্থত্যাগে অতি-সাবধানী।
দিবসে তারকা খুঁজি দীপ্ত রবিরশ্মি পরিহরি,'
ধর্ম্ম জানে পুরোহিত।—মোরা জানি তাঁহারি অর্চ্চনা

বি স্ম র ণী

ভুলেছি ওঙ্কার-নাদ, আত্মার সে আদি-ব্রহ্মবাণী,
মুক্তা নাই, শুক্তি আছে—মুক্তি নয়, মন্ত্র জপ করি।

হে সুপর্ণ! হে গরুড়! কোথা হ'তে সুধা সঞ্জীবনী
হরিয়া করিলে পান মৃত্যুবিষ-মথন পাথারে?
আমরা শুনেছি শুধু আঘাতের আশু বজ্রধ্বনি,
আহুতির হোমশিখা হেরি নাই নিকষ-আঁধারে!
কোন্ শাস্ত্র শিখাইল অবহেলে আত্ম-বলিদান?
মোক্ষ সেকি? স্বর্গ-লোভ?—বলে' দাও ওগো বীরমণি!
ধর্ম্মধ্বজী নর-পশু হঠে' যাক্ কাতারে-কাতারে,
পুঁথি আর পৈতা-পূজা চিরতরে হোক্ অবসান।

মৃত্যু ও নচিকেতা

ঔদ্দালকি-আরুণির পুত্র বালক নচিকেতা পিতৃসত্য-রক্ষার জন্য যমপুরে গমন করেন। সে সময়ে যম গৃহে না থাকায় তাঁহাকে তিন রাত্রি অনশনে থাকিতে হয়। অতঃপর, যম গৃহে ফিরিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং অতিথি-সংকারে বিলম্ব হওয়ায় নচিকেতাকে ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন।

মৃত্যু ও নচিকেতা

নচিকেতা

বৈবস্বত! অতিথির করিবে তর্পণ
বরদানে? অন্য বর দিও না আমায়—
আমি চাই নিরখিতে চির-অগোচর
তোমার স্বরূপ-রূপ, অমৃত-বান্ধব!
আবরণ কর উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান্!
অন্ধ আঁখি জ্বলিতেছে দৃষ্টি-পিপাসায়!
বাণী তব কর্ণে পশে প্রতিধ্বনিসম,
বৈতরণী-জলস্রোতে নাহি কলরব—
বায়ু যেন নহে শব্দবহ!—নাহি হেথা
ছায়াতপ, নেত্রে মোর কুহেলি দুলিছে!
বিশাল তোমার পুরী, দিবানিশাহীন—
তারি মাঝে ধূম্রনীল স্থির স্থাণুসম
কত কাল দাঁড়াইবে, হে মৃত্যু-দেবতা!

[নেপথ্যে পিতৃগণের গান]

হেথা স্নান করি মোরা অমৃত-সাগর-জলে—
মর্ত্ত্য-নদীর মুক্তির মোহানায়,

বি স্ম র ণী

হেথা পান করি সুধা তারকা-তরুর তলে,
কৃষ্ণা-তিথির জ্যোৎস্নার সীমানায়।
এবে ভরিয়াছি মোরা অশ্রুজলের লবণ-অম্বুধি,
এ যে নয়নে ঝরিছে সোম-দেবতার স্বপন-কৌমুদী!-
বিস্মরণের বীণাখানি বাজে
মোহন মূর্চ্ছনায়!

হেথা ঋতু, হোরা, পল, নৃত্য-চপল নহে,
থির-আঁখি 'পরে দুলিছে না আলো-ছায়া!
হেথা দিবা-নিশা দোঁহে মধুরে মিলিয়া রহে—
বিথারি' বদনে গোধূলির ম্লান মায়া!
এবে দিক্-দিগন্ত উদয়-বিলয় হয়েছে অস্ত যে!
এ যে সুখদুখহীন মরণানন্দে চেতনা সন্তরে!
বিস্মরণের বীণাখানি বাজে
মোহন মূর্চ্ছনায়!

মৃত্যু

হে বালক! বৃথা নয় তব অনুযোগ—
তবু সৌম্য! আমি মৃত্যু, তুমি মর্ত্ত্য-জন!
এখনো নয়ন দুটি মমতা-মেদুর,
আরক্ত অধরে যেন কাঁপিছে কাকুতি!

পৃথিবীর পাণিস্পর্শে সুন্দর ললাট
সুমসৃণ, নাসিকায় এখনো শ্বসিছে
মর্ত্ত্য-শ্বাস। রূপরসগন্ধভারাতুর
প্রাণের বিচিত্র ছন্দ ধ্বনিছে গভীর
সুললিত কলভাষে! পিতার আদেশে
আসিয়াছ যমপুরে, কেন এ কামনা?
তপন-আতপ্ত ফুলতনু সুকুমার
উপবাসে পথশ্রমে হয়েছে কাতর—
লহ পাদ্য-অর্ঘ্য এই, ক্ষম অপরাধ
অতিথির বিলম্ব-সৎকারে। সুস্থ হও;
চাহিও না, নচিকেতা, মৃত্যু-পরিচয়!
যাহা কিছু বরণীয়, শ্রেষ্ঠ, ভূমণ্ডলে,
তাই দিব, সেই বর লহ, প্রিয়তম।

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু! কহিয়াছি কামনা আমার—
হেরিব স্বরূপ তব। স্নিগ্ধ কি নির্ম্মম,
করুণ কোমল, কিবা ভীষণ ভয়াল
হেরিতে বাসনা চিত্তে।—সহস্র জনম
জন্মিয়া মরেছি আমি, তবু মনে নাই
কেমন তোমার মুখ! আজ প্রাণে মোর
জাগিয়াছে সেই আশা, দেখিব তোমায়!
তোমারে চিনি না, তবু দিবা-বিভাবরী

হেরিয়াছি ওই ছায়া রবি-শশি-করে—
হরিৎ, শ্যামল, পীত, লোহিতের মাঝে
উড়ে তব উত্তরীয়, পদচিহ্ন তব
গণিয়াছি কতবার জীবযাত্রাপথে।
বৈবস্বত! করিও না অবিশ্বাস মোরে,
প্রাণে জাগে নিরন্তর তোমার মূরতি!—
পুরাও কামনা মোর—খোল' আবরণ!

মৃত্যু

কি দেখিবে নচিকেতা?—মৃত্যুর স্বরূপ?
মৃত্যু মহা-ভয়ঙ্কর, জানে সর্ব্বজীব;
জীবনের সুখশয্যাতলে দুঃস্বপন
মরণ-কল্পনা!—সেই মৃত্যু দাঁড়াইয়া
তোমার সম্মুখে, আবরিয়া সর্ব্বদেহ
কহিতেছে সুনৃত-বচন, তাই তব
হৃদয় নির্ভয়, সাহস অপরিসীম!—
জগতের লঘুলীলা ভুলায়েছে তোমা,
হে গৌতম, নহি আমি জীবনের মিতা!
আমারে দেখিতে চাও?—প্রদোষ-আঁধারে
দারুণ ঝটিকাবর্ত্তে ছিন্ন ক্ষণপ্রভা
হেরিয়াছ—দাঁড়াইয়া তরণীর 'পরে
তরঙ্গ-দোলায়? মহারণ্যে পথহারা,
সহসা সম্মুখে তব হেরিয়াছ কভু—

ধাবমান অগ্নিকেতু বনস্পতি-শিরে ?
অর্দ্ধরাত্রে, নিদ্রোত্থিত ঘোর কলরবে,
করিয়াছ অনুভব—ছুলিছে মেদিনী ?
সেও তুচ্ছ ! তারো চেয়ে কত ভয়ঙ্কর
মৃত্যুর আসন্ন মূর্ত্তি কালান্ত-তিমিরে !
বালক কিশোর তুমি, নবীন বয়স—
ধরণীর স্তন্যরসে স্তিমিত চেতনা,
কি বুঝিবে মরণের রীতি সুকঠোর ?
কহ মোরে, এ কামনা কেমনে পশিল
চিত্তে তব, কীট যথা প্রস্ফুট প্রসূনে !

নচিকেতা

শুনিয়াছি, মর-জ্যেষ্ঠ পিতৃলোকে তুমি—
পশেছিলে মৃত্যুপুরে তুমিই প্রথম,
তাই দেবগণ, বসাইয়া সিংহাসনে,
প্রেতরাজ্যে তোমারেই দিল অধিকার।
হে রাজন্! কহ মোরে—সে কি বিভীষিকা-
সৃষ্টির প্রথম মৃত্যু !—তুমি দেখেছিলে !
নহ মর-জ্যেষ্ঠ শুধু, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বটে—
তোমারে প্রণমে আজ অমৃত-সমাজ,
আত্মার আত্মীয় তুমি, হে সূর্য্যতনয় !
মৃত্যু যদি মহাভয়, দ্যুলোক-দুয়ারে
কেন আছ দাঁড়াইয়া ? কেন রাখিয়াছ

স্থধাভাণ্ড করতলে ?—বৃথা ভয় তুমি
দেখাও বালকে !

বয়সে নবীন বটে,
তবু, মৃত্যু ! জেনো আমি জনম-স্থবির !
আমারে করেছে বৃদ্ধ তোমারি ভাবনা।
জাতিস্মর নহি—তবু আবাল্য আমার
নয়নে জ্বলিছে কোন্ দিব্য দীপশিখা !
সে আলোকে জীবনের চারু চিত্রপট
বিবর্ণ মলিন ! সে আলোকে নিশিদিন
হেরিয়াছি কার যেন স্থগম্ভীর ছায়া !
প্রত্যক্ষ জাগ্রৎ যাহা—সে যেন স্বপন,
নদীজলে প্রতিবিম্ব সম ! সত্য কহি,
হাসিও না ! ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয়
মিথ্যা নাহি জানে।

মৃত্যু

অদ্ভুত কাহিনী বটে !
সতেজ সরস বৃন্তে এ শীর্ণ কুস্থম
কেমনে ফুটিল ? পিতার ভবনে
হের নাই সোম-যাগ ? বেদমন্ত্রধ্বনি,
উদগাতার উদাত্ত সে উচ্চ সামরব,
অগ্নিস্তুতি, ইন্দ্রস্তব, বৃত্রজয়গাথা
দিল না হৃদয়ে বল ?—সোমরস-পানে

দেবতা-দোসর হয় ক্ষীণজীবী নর!
এ সব জানো না বুঝি? করিও না শোক—
লহ দীক্ষা, শিক্ষা কর অগ্নিহোত্র-বিধি
আমার সকাশে। কেমন করিতে হয়
সে অগ্নি-চয়ন—নির্ম্মাণ করিবে চিতি,
কোন্ মন্ত্রে হবিঃশেষ করিবে গ্রহণ—
শিখাইব সমুদয়; হে সত্য-পিপাসু,
আমি সেই সত্য-মন্ত্র দানিব তোমায়
এইক্ষণে—না চাহিতে দিনু এই বর।
আরবার কহ, বৎস, কি তব প্রার্থনা?

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু সুদক্ষিণ। দাক্ষিণ্য তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা; অগ্নিহোত্র-বিধি
যা' কহিলে বুঝিয়াছি, রহিবে স্মরণে।
সে যে মোর নিত্যকর্ম্ম—জন্মিয়াছি আমি
মহাঋষি-কুলে! জানি, সে সাবিত্রী-মন্ত্র
বলহীনে করে বলদান—তবু দেব!
শুধু মন্ত্রে, স্তোত্রগীতে, হবিঃশেষ-পানে
ভরে না আমার চিত্ত; অগ্নি বৈশ্বানর
জ্বলিছেন অহরহ অন্তর-আলয়ে!
আমি চাই উত্তরিতে জন্ম-জলধির
নিস্তরঙ্গ বেলাভূমে—আলোক-আঁধার,

উদয়াস্ত অতিক্রমি’, পহুঁছিতে সেই
জ্যোতির্ম্ময় দেশে—যেথা নাই দুঃস্বপন,
যেথা দেবগণ নিয়ত অমৃত-পানে
জ্যোতিষ্মান, যথাকাম করে বিচরণ।
ব্রহ্মবাক্য-পূত হ’য়ে যেথা সোমরস,
বিনা যাগযজ্ঞবিধি, বিনা আহরণ
ক্ষরিছে নিয়ত! বৈবস্বত! সেই লোকে
শাশ্বত অমৃত-পদ দিবে না আমায়?
দেখাও স্বরূপ তব! জানি, যেই জন
হেরিয়াছে ওই রূপ, ছিঁড়ি’ মোহপাশ
যায় সে যে ধ্রুবলোকে—যথা বৎসতরী
ছিঁড়িয়া বন্ধন-রজ্জু ধায় নিরুদ্দেশে!

জানি না কেমন তুমি, তবু মনে হয়
তুমি মনোহর! বাহিরিয়া গোচারণে,
প্রথম-প্রাবৃটে যবে নবমেঘোদয়
হেরিয়াছি নদীপারে, চন্দ্রভাগা-তীরে—
চাহি’ তার অভিরাম সুনীল বয়ানে
অকারণ অশ্রুবেগে হয়েছি কাতর,
মুহূর্ত্তে জাগর-স্বপ্নে হারায়েছি জ্ঞান!
কোথায় সে পদে পৃথ্বী, রুক্ষ ক্ষেত্রতল,
গবীদের হাম্বারব নাহি পশে কানে,
মাধ্যন্দিন সবনের কথা ভুলে গেনু!

হেরি' সেই ঊর্দ্ধাকাশ নবঘনশ্যাম
ভুলে গেনু কেবা আমি, কোথায় বসতি,
কি নাম আমার। জন্ম-মৃত্যু-ইতিহাস
নিমেষে পাইল লয়। যেন সৃষ্টি-প্রান্তে
ফিরে গেনু—বাজিল এ বক্ষে মোর
আত্মীয়ের আদিম বিরহ।—মেঘ নয়!
যেন ওই আকাশের বিমল দর্পণে
দোলে নীল স্মৃতিখানি।—সুধাই তোমায়,
সে কি তব প্রতিচ্ছায়া? তোমারি আভাস?

মৃত্যু

নচিকেতা। মৃত্যু নীল নহে, নাহি তার
বর্ণ-রূপ। জানো না কি, করে সে হরণ
নেত্র হ'তে সর্ব্বশোভা?—সে যে অন্ধকার।

নচিকেতা

তাই বটে। দিবা, নিশা—দুই ভগিনীর
একজন স্বর্ণসূত্রে করিছে বয়ন
ধরার বরণ-বাস আলোক-দুকূলে।
অপরা সে, অস্তাচল-শিখর-শায়িনী,
জেগে থাকে নির্নিমেষ—নিত্য খুলে দেয়
অসংখ্য সে তারকার সূচীমুখ দিয়ে
দিবসের সুদীর্ঘ সীবন।—অন্ধকার!

বিস্মরণী

সান্দ্র স্তব্ধ সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অন্ধকার !—
বুঝিয়াছি, তারি তলে তোমার আসন।

মনে পড়ে, একবার আমি, রিষ্টিশেন—
দোঁহে মিলে গিয়েছিনু পর্ব্বত-ভ্রমণে ;
শালবনে সূর্য্য অস্ত যায়—বহুক্ষণ
দাঁড়াইনু দুইজনে অরণ্য-সীমায়,
মালভূমি 'পরে। দূর পশ্চিমের পানে
উঠিয়াছে অভ্রভেদী চতুঃশৈলচূড়া
তুষার-ধবল—যেন স্তম্ভ-চতুষ্টয়
ধরে' আছে আকাশের নীল চন্দ্রাতপ।
তারি তলে আলুণ্ঠিতা মুমূর্ষু উষার
হেরিলাম মৃত্যুশয্যা। পূর্ব্বাচল হ'তে
ছুটিয়া এসেছে সে যে সারাটি আকাশ
সবিতার আগে আগে—দেয় নাই ধরা !
এতক্ষণে, প্রণয়ীর প্রগাঢ় চুম্বনে
খুলে গেল কালো কেশ, রক্ত চেলাম্বর !
আর সে কুমারী নহে, নহে সে অহনা,
কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী !—বধূবেশী সন্ধ্যা সে যে
মৃত্যু-স্বয়ম্বরা ! তখনি সে অন্ধকারে
মুছে গেল রক্তস্রোত, তবুও মানসে
বহুক্ষণ নেহারিনু শোণিত-উৎসব !

মনে হ'ল, পশ্চিমের যজ্ঞ-বেদিকায়
দেবতারা করে যাগ—দীর্ঘ অগ্নিষ্টোম,
উষা তায় নিত্যবলি, সবিতা-ঋত্বিক্
হোম করে আপনার পরাণ-বধূরে।
এ রহস্য বুঝি না যে। তবু কহ শুনি,
সন্ধ্যা-রক্তরাগ, পশুর শোণিত-পঙ্ক—
সে কি, মৃত্যু। তোমারি ও আঁধার-ললাটে
লোহিত তিলক?

মৃত্যু

জানো দেখি এত কথা,
তবু কৌতূহল? হে বালক। বুঝিলাম
বিজ্ঞ তুমি, বহুদর্শী, সহজ-প্রবীণ।
তবুও চপল চিত্ত সংশয়-আকুল?

নচিকেতা

তাই বটে—মূঢ় আমি। তাই প্রাণে-মনে
এখনো বিরোধ। প্রাণ বলে, নহে নহে—
এক নহে মৃত্যু আর মরণ-দেবতা।
মৃত্যু—সে যে সুনিশ্চিত দেহ-পরিণাম,
তাহারি শাসনতরে দণ্ডধর তুমি,
মৃত্যু হয় কালে কালে, তুমি মহাকাল।
মনে তবু জাগে সদা সভয় ভাবনা,

তোমারেই স্মরে নর আয়ুঃশেষ-কালে।
গতাসুর শূন্যদৃষ্টি অক্ষি-তারকায়,
শমিতার সমুদ্যত অসির ফলকে,
হেরে জীব মরণের মূরতি করাল—
একি মোহ! জীবনের একি প্রবঞ্চনা!
তথাপি তোমারে আমি করিয়াছি ধ্যান
চেতনা-গহনে, তুমি নিঃশব্দ-সঞ্চারে
স্বপন-শিয়রে মোর দাঁড়ায়েছ আসি'
সুনির্জ্জনে—আসে যথা রাত্রি তমস্বিনী
শব্দহীন কলস্বনে, গগন-অঙ্গনে,
দু'কূল প্লাবিয়া। অতিক্ষুদ্র বীচিমালা
তরঙ্গিয়া ধরে শিরে ফেনপুষ্পসম
নিযুত নক্ষত্ররাজি, স্তব্ধ-মনোহর।
করি' সন্ধ্যা সমাপন, কুটীর ছাড়িয়া
পশিয়াছি কতদিন দেবদারু-বনে;
বিরাট ন্যগ্রোধ এক আছে দাঁড়াইয়া,
প্রসারিয়া শাখা-বাহু শতস্তম্ভময়—
সে বিশাল পত্রঘন আতপত্র-তলে
কাননের অন্ধকার রচিয়াছে যেন
বিশ্বের রজনী মাঝে আরেক রজনী।
সেইখানে মাথা রাখি' বাহু-উপাধানে,
ওগো মৃত্যু! হেরিয়াছি তোমার স্বপন।
অন্ধকার ভরিয়াছে অন্তর-বাহির,

বি স্ম য় ণী

স্তব্ধ চরাচর, শুধু শোনা যায় দূরে—
গভীর গর্জ্জন-স্বনে পর্ব্বত-নির্ঝরে
ঝরে বারিধারা—যেন বায়ুহীন ব্যোম
শিহরি' উঠিছে তার 'ওম্, ওম্'-রবে!
সেই ক্ষণে মনে হ'ল, আত্মার নিশীথে
সহসা জ্বলিয়া ওঠে প্রভাত-প্রদীপ!
জন্মান্ত-তিমির টুটি' কে আসি' দাঁড়ালে
আমার নয়ন-আগে? সে কি তুমি নও?-
কহ, দেব! কহ মোরে, ঘুচাও ভাবনা।

মৃত্যু

ঋষির তনয় তুমি, বাল-ব্রহ্মচারী—
এ বয়সে করিয়াছ কঠিন সাধনা,
মানস-নিগ্রহ; তাই কৃচ্ছ্র-তপস্যায়
নিপীড়িত কামনার ক্ষোভ সুগভীর
করিয়াছে অন্যমনা, বিষয়-বিরাগী।
নচিকেতা! ধরণীর বিপুল সম্পদ
হেরিয়াছ? জন্ম, মৃত্যু—দুই সীমান্তের
অন্তরালে আছে সুখ, দেবতা-দুর্ল্লভ!
দেহের রহস্য নয় সহজ-সন্ধান!
অল্পভোগী দরিদ্রের দীন কল্পনায়
ক্ষুদ্র বটে জীবনের কামনা-পরিধি—
অতৃপ্ত-ক্ষুধার ব্যাধি, নিত্য-উপবাস

করে তারে মর্ত্ত্যসুখে ঘোর উদাসীন ;
তাই তার সর্ব্বদুঃখ, দুরাশার আশা,
সফল করিতে চায় মৃত্যু-পরপারে—
তুমিও কোরো না সেই বৈরাগ্য-সাধনা।
তরুণ তাপস তুমি, ভোগ-আয়তন
ফুল্লতনু যৌবন-উন্মুখ।—দুই চক্ষু
নীলোৎপল—ঢল-ঢল, পীযূষ-পিয়াসী!
উদার তোমার মন, প্রসন্ন ইন্দ্রিয়—
ভুঞ্জিবে সকল সুখ তুমি মহীতলে।
মহাভূমি, হস্তী, অশ্ব, হিরণ্য প্রচুর
দিব তোমা—পরমায়ু সহস্র-শরৎ,
দেহে কান্তি, বক্ষে বীর্য্য, বল বাহুযুগে ;
দিব নারী অগণন—মোহিনী অপ্সরা,
রথারূঢ়া বাদিত্রবাদিনী! কর ভোগ
সমুদয়, রতি আর প্রমোদ-কৌতুকে!
অমৃত?—সে ব্যাধিতের বিকার-জল্পনা!
দেহের বিনাশ হয় কাল পূর্ণ হ'লে,
তার পর আবার জনম ; শস্যসম
জন্মিয়া পাকিয়া ঝরে, জন্মে পুনরায়
পৃথ্বী'পরে মর্ত্ত্যজন, বর্ষঋতুক্রমে!
আমি শুধু করি উৎপাটন প্রাণ তার
মুঞ্জা হ'তে ঈষিকার মত। নচিকেতা!
দেহীর সহজ ধর্ম্ম জানে সর্ব্বজন,

নাহি পন্থা অন্যতর, জন্মান্তে আবার
জন্মিতে হইবে ধ্রুব !—কর পরিহার
বিফল বাসনা। জীবনের শ্রেষ্ঠ বর
করিতেছি অঙ্গীকার—বিত্ত আর আয়ু,
তার চেয়ে বড় কিবা, দেখ বিচারিয়া !

নচিকেতা

বিত্তে নহে তর্পণীয় চিত্ত পুরুষের !—
ওগো মৃত্যু ! জীবনের ঐশ্বর্য্য-আড়ালে
তুমি কেন চিরদিন আছ দাঁড়াইয়া ?
ধরার অমরাবতী, রুধি' বাতায়ন,
চিতা-ধূম নিবারিতে পারে ?—উৎসবের
আনন্দ-বাঁশরী, মিলনের মঞ্জু গাথা
কেন বা গুমরি' ধরে বিদায়ের সুর ?
ধরিয়াছ নানা ভোগ সম্মুখে আমার—
আছে সুখ, তৃপ্তি কোথা ? এই মোর দেহ
জরিবে না গুপ্তচর জরা সে তোমার ?
অন্তক তোমার নাম—তুমি কহিয়াছ,
প্রাণীদের প্রাণ-ধন কর উৎপাটন,
শস্য হ'তে ঈষিকার প্রায় !—কহ তবে,
কতকাল ভুঞ্জিব সে ভোগ সুদুর্ল্লভ ?
সহস্র-শরৎ আয়ু ? তার বেশি নয় ?

যম বুঝি বাঁধা আছে নিয়ম-শৃঙ্খলে ?—
তাই তুমি নিয়তির কঠিন নিগড়
ঢাকিতেছ ফুলদল দিয়া ?—ধিক্ মৃত্যু !
ধিক্ প্রতারণা !—দেহ-অন্তে এক পথ !
নাহি পন্থা অন্যতর ?—শুনে হাসি পায় !
বৈবস্বত ! নচিকেতা জানে তোমা চেয়ে !
জানিয়াছি সেই সত্য—নহে বহুদিন,
শুনি নাই, হেরিয়াছি স্বচক্ষে আমার,
এখনো রোমাঞ্চ হয় সে কথা স্মরিলে !
শুন মৃত্যু ! সে কাহিনী কহিব তোমায় ।

পিতামহ বাজশ্রবা বাণপ্রস্থ-শেষে
প্রায়োপবেশন করি' ত্যজিলেন তনু
বিপাশার তীরে । কৃষ্ণা-দ্বাদশীর তিথি,
রজনী তৃতীয় যাম, দক্ষিণাগ্নি-শিখা
শুভশংসী—পরশিল স্তূপকাষ্ঠ-মূলে,
জ্বলিয়া উঠিল চিতা । নদী পূর্ব্বমুখী—
মিশিয়াছে একেবারে দিক্-চক্রবালে ।
দাঁড়ায়ে অনতিদূরে আমি চেয়েছিনু
অন্যমনে, অন্ধকার আকাশের পটে ।
হোথায় সে মহাকায় কৃষ্ণ-তুরঙ্গমে
পিতৃলোকে পিতৃগণ দেন সাজাইয়া
তারার মুকুতা-হারে ! সহসা হেরিনু

ভূমিতলে—চিতা হ'তে হতেছে উদয়
সুবৃহৎ শশিকলা, তরণীর প্রায়,
পূর্ব্বাকাশে। সেই ক্ষণে বিস্ময়-বিহ্বল
হেরিলাম সে কি দৃশ্য স্বপ্ন-অগোচর
দেহ-অন্তে পুণ্যবান বৃদ্ধ বাজশ্রবা
আরোহি' আলোক-যানে যান দেবলোকে।
ক্ষণ পরে চিতা ছাড়ি' কিছু উর্দ্ধে উঠি'
শোভিল সে চন্দ্রকলা সুদূর আকাশে
নদীসীমা-শেষে,—দিব্যচক্ষে হেরিলাম
আত্মার অমৃত-পন্থা মৃত্যু-পরিণামে।
ওগো মৃত্যু। পারিবে না ভুলাতে আমায়—
এ বিশ্বাস ত্যজিবে না মূর্খ নচিকেতা।

মৃত্যু

হে ব্রাহ্মণ, ত্যজিও না বিশ্বাস তোমার—
নহ মূর্খ। তোমা চেয়ে জ্ঞান-গরীয়ান
আছে নাকি আর কেহ সপ্তসিন্ধু-দেশে।
বালক। তোমার চিত্তে সত্য উদিয়াছে
অকলুষা পূর্ণশ্রদ্ধা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার।
তুমি ভাগ্যবান, প্রসন্ন তোমার 'পরে
আত্মা প্রেমময়। তাই ললাটে তোমার
জ্বলিয়া উঠেছে হেন শুভ্র জ্যোতিশ্ছটা।
প্রবচন, বহুশ্রুত, সুমহতী মেধা—

কিছুই পারে না তাঁরে লাভ করিবারে ;
আপনি যাহারে তিনি করেন বরণ,
সেই লভে !—ঔদ্দালকি-আরুণি-তনয় !
লহ বর, যাহা ইষ্ট, ঈপ্সিত তোমার।

নচিকেতা

এইবার নয়নের মিটাও পিপাসা—
আবরণ কর উন্মোচন, জ্যোতিষ্মান !

মৃত্যু

কোথা আবরণ, নচিকেতা ?—নেত্র হ'তে
আপনি খসিয়া যাবে সূক্ষ্ম মায়াজাল ;
মৃত্যুর রহস্য-কথা শুনিতে শুনিতে
শ্রবণ-উৎসুক চিত্ত হবে নির্ব্বিকার,
মুহূর্ত্তে সংশয় মুক্ত নেহারিবে তুমি
আমার স্বরূপ-রূপ অন্তরে বাহিরে !

শুন নচিকেতা !—হৃদয় দুর্ব্বল যার,
মলিন, সঙ্কীর্ণমনা, স্বভাব-কৃপণ—
সেই নর যূপবদ্ধ পশুর সমান
মৃত্যুর আঘাত সহে জীবযজ্ঞভূমে।
ভয় তারে ক্ষুদ্র করে, মর্ত্ত্য-মরু মাঝে
তৃষায় হারায় দিশা মৃগ-তৃষ্ণিকায়।

বারবার পড়ি' মৃত্যুমুখে, হয় তার
নিত্য অধোগতি; দুই বদ্ধ করতলে
ধরিয়া রাখিতে চায় সর্ব্বস্ব আপন,
তাই মূঢ় অতি-লোভে হারায় সকলি।
মৃত্যু তার মহাভয়!—আমারে হেরিলে,
সঙ্কুচিয়া সর্ব্বদেহ, শশকের মত
রহে চক্ষু বুজি'—ভাবে বুঝি হেন মতে
এড়াইবে হিংস্র ক্রূর ব্যাধের সন্ধান।
সে জন চাহে না এই রূপ নেহারিতে—
তোমা সম, নচিকেতা! নয়ন বিস্ফারি'।

নচিকেতা

এখনো হেরিনি তোমা—তবু মনে হয়,
সরিছে কুহেলিজাল, ধূম্রনীল দেহ
ঈষৎ দুলিছে!—রজনীর শেষ যামে,
বাঁধিছে উষার রথে শুক্লা-পয়স্বিনী
অশ্বিনীকুমার বুঝি? আর কিছুক্ষণে
উদিবে আঁখিতে মোর হিরণ্ময়ী বিভা
দিগন্ত-প্লাবিনী!

মৃত্যু

এইবার কহি শুন
আমার স্বরূপ—হে ব্রাহ্মণ! কহি তোমা
সেই বাণী, নিহিত যা' গহন গুহায়।

কহিয়াছি কিছু আগে অগ্নিহোত্র-বিধি—
সেই অগ্নি জ্বলিছেন দিব্যজ্ঞানরূপী
তোমারি অন্তরে।—ওই দেহ চিতি তার,
প্রাণ হবিঃ, আমি তার সুচির-আহুতি।
বলবান, আত্মাবান, প্রজ্ঞাবান যেই—
আপনারে আপনি সে দেয় বলিদান
জগতের যজ্ঞ-যূপে, মহোল্লাসে মাতি'।
বিশ্বপ্রাণে বিলাইয়া নিজ প্রাণধন
ভুলে' যায় হর্ষ-শোক—চির-উপরতি
লভে বীর, সুমহান্ আত্মার আলয়ে।—
আমি যজ্ঞ, আমি সেই অপরূপ হোম।
যেই অগ্নি সেই সোম।—কহি আরবার,
ওই দেহ সোমের কলস। যজমান
করে সোমযাগ—করে পান আপনি সে
আপনারে, আনন্দই হবিঃশেষ তার!
সে আনন্দ—সেই মৃত্যু—অমৃত-সোপান।
এই যজ্ঞ করেছিনু আমি, নচিকেতা,
তারি ফলে লভিয়াছি ধ্রুব অধিকার
যমলোকে ; এই যজ্ঞ করে যেই জন
মৃত্যুঞ্জয়ী হয় সেই নিঃশেষে মরিয়া!—
করি' স্নান যজ্ঞশেষে, সর্ব্বগ্লানিহারা,
আশ্বিনের অভ্রসম, শুভ্র সুনির্ম্মল,
মিশে' যায় মহানভোনীলে।

নচিকেতা

ওগো মৃত্যু !
কোথা আমি ? তুমি কোথা ?—নয়নে আমার
নাহি আর কায়া-ছায়া ! দৃষ্টি স্বষ্টিহারা
ডুবে' যায় বর্ণহীন আলোক-পাথারে !
কর্ণে জাগে স্তব্ধতার মহামৌন-বাণী !
দেহ হ'ল স্পন্দহীন !—রোমাঞ্চ, পুলক,
স্বেদ, কম্প, শিহরণ—কিছু নাই আর !
বীতরাগ, বীতশোক, বীতমন্যু আমি !
ভয় নাই, নাই আশা !—এই কণ্ঠে মোর
ধ্বনিবে না কভু আর স্তুতি, আরাধনা,
যাচনা, মিনতি !—এই মৃত্যু !—ধন্য আমি !—
বৈবস্বত ! এতক্ষণে তোমার প্রসাদে
মরিলাম চিরতরে আমি নচিকেতা।

মৃত্যু

ধন্য তুমি !—শ্রুতিমাত্রে নিমেষে ঘুচিল
দেহ-পাশ !—সিদ্ধি যেন ভাবনা-রূপিণী !
কালের সায়রে বুঝি তুমি ফুটেছিলে
অমৃত-পরাগ-ভরা মর্ত্ত্য-শতদল !—
আপন আবেগে তাই আপনি ঝরিলে !
মানিলে না যমের শাসন, পিতৃলোক
তব যোগ্য নহে !—আলো ভালো লাগিল না,

জীবনের অন্ধকার-দুয়ার খুলিয়া
এলে তাই মৃত্যুপুরে, স্বপ্নাতুর-আঁখি,
সত্যের সন্ধানে! স্বপ্নশেষে এইবার
সুষুপ্তি-সাগর,—উদিবে তাহারি কূলে
সেই জ্যোতির্লোক—চন্দ্রতারকার ভাতি
ম্লান যেথা, দ্যুতিহারা বিদ্যুৎ-বল্লরী!
অগ্নি যেথা চিত্রবৎ—নিষ্প্রভ, মলিন!
হে ব্রাহ্মণ! হেরিলাম তোমার মাঝারে,
দেহজয়ী, কালজয়ী, মৃত্যুজয়ী সেই
পুরাণ-পুরুষে!—যাঁর মহা-মহিমায়
ঊর্দ্ধ হ'তে মহানিম্নে পশিছে আলোক,
নিম্ন হ'তে ঊর্দ্ধে উঠে আহুতির ধূম—
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে রহিয়াছে নিত্য-পরিচয়।
অমৃতের পুত্র তুমি, হে মর্ত্ত্য-বান্ধব!
মৃত্যুপুরী তীর্থ আজ তোমার পরশে,
তোমারি প্রসাদে আমি চির-জ্যোতিষ্মান্!

বিস্মরণী

(আমারে তোমরা ভুলে' যেয়ো ভাই।
এসেছিনু পথ ভুলে'—
স্নান করিবারে জাহ্নবী-বারি
কীর্ত্তিনাশার কূলে।
বহু জনমের ব্যর্থ পিপাসা
এবার পূরিবে, মনে ছিল আশা,
ভাঙ্গা-মন্দিরে বেঁধেছিনু বাসা
পুরাণো বটের মূলে;—
প্লাবনের মুখে ভেসে গেল সব
কীর্ত্তিনাশার কূলে।)

* * *

নিশীথ-শিয়রে সপ্তমী চাঁদ—
তখন কৃষ্ণা-তিথি,
কুহেলি-আকাশে কাঁদে দিক্‌বালা
হারায়ে তারার সিঁথী।

সেই কালে আমি বাহিরিনু পথে,
নদী-গিরি পার হ'নু কোন মতে,
উত্তরিনু শেষে স্বপনের রথে
    বন-যুথিকার বীথি ;
পূর্ণিমা-চাঁদ ছিল না আকাশে—
    তখন কৃষ্ণা-তিথি ।

তারার আখরে কে লিখিছে লিপি
    ধরার ললাট-পটে !—
ভেবেছিনু আমি পড়িব তাহারে
    দ্বিধাহীন অকপটে ।
যে কাহিনী কহে নিশীথ-গগন,
যার অভিনয়ে দিবস মগন,
ধরিবারে চাই সে লিপি-লিখন
    বসুধার বালুতটে—
তারার আখরে যে-লিপি বিহরে
    নভোনীলিমার পটে ।

মরণ আমারে দু'হাতে বাঁধিল
    মুখ-চুম্বন লাগি'—
হিম হ'য়ে গেল বুকের পাঁজর
    শিশির-শয়নে জাগি' ।
হেরিনু, জীবন আধেক স্বপন—

তারকার চোখে তাকায় তপন।
যে-আধা আঁধারে রয়েছে গোপন
হ'নু তার অনুরাগী,—
বুকের আগুন জুড়াইয়া গেল
হিমেল হাওয়ায় জাগি'।

তোমাদের তরে রয়েছে সমুখে
ধরার অরুণোদয়,
আমি তিমিরের তীর্থ-পথিক,
তারকার গাহি জয়!
যে আলো কাঁদিছে ঊর্দ্ধ ভুবনে—
তরল তুহিনে কাঁপিছে পবনে,
তারি এক কণা মনের ভবনে
করিয়াছি সঞ্চয়,
তারি হাসি হেসে রজনীর দেশে
করিনু অরুণোদয়!

ত্রিযামা যামিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি
মণি সে বিস্মরণী।
কামনার ফুলে গাঁথিলাম মালা—
বেদনার বন্ধনী।
যা-কিছু কুড়াই হাটে আর মাঠে
ফেলে' দিয়ে যাই জনহীন বাটে,

বি স্ম র ণী

জীবনের এই যৌবন-ঘাটে
তরিনু বৈতরণী !
গাঁথি কামনার শতনরী-হার
মণি সে বিস্মরণী !

সুপ্তি-সাগরে ফেন-তরঙ্গ
স্ফুরিছে জ্যোতির্ম্ময় !
মনো-মৃদঙ্গে ধ্বনি অনাহত
নিবারিছে সংশয় !
কানে জাগে রূপ, সুর বাজে চোখে !—
বেড়াই অতীত অনাগত লোকে,
সমুখে পিছনে—সুদূরের শোকে
ভুলি নিকটের ভয়,
যে সুখ স্বপন তাহারি রভসে
জগৎ জ্যোতির্ম্ময় !

হাসি হাহাকার না জানি সে কার—
প্রাণ করে উতরোল,
সেই কলরবে ভুলি জন-রব,
পথের কলহ-রোল।
অজানা-জনের আঁখির পাহারা
স্বজন-সভায় করে দিশাহারা—
তাই ফিরে যায় স্নেহরস-ধারা,
কেঁদে যায় ফুল-দোল !

যত হাহাকার হরসির মতন
চিত্ত করে উতরোল।

ভুলিবার ছলে ভরিলাম ডালা
বাছা-বাছা বনফুলে,
সৌরভে তার মৃদু ধূপবাস,
আঘ্রাণে আঁখি ঢুলে।
মুকুতা-মুকুলে কার আঁখি কাঁদে।
রাঙা-অশোকের হাসি কারো সাধে।
কেবা নীল নীবি নীপহারে বাঁধে
চম্পক-অঙ্গুলে।—
রঙে সে অতুল মনোবন-ফুল,
আঘ্রাণে আঁখি ঢুলে।

রূপের আরতি করিনু আঁধারে
আবেশে নয়ন মুদি'—
হেরি, দেহে-মনে বাধা নাই আর,
—উদ্বেল অম্বুধি।
যে-রেখা আঁকিনু তিমির-ফলকে,
যে-ছায়া ধরিনু নিমীল-পলকে,
যে-মুখ চুমিনু অলখ-আলোকে,
দিবসের দ্বার রুধি'—

১৭

তাহারি আবেশে উথলিল সুধা-
মন্থন অম্বুধি।

ভুলে গেনু শোক, ভুলিনু ভাবনা—
মমতার পরাজয়,
রাখীটির মত রাঙা হ'য়ে ওঠে
জীবনের ক্ষতি ক্ষয়।
বাণী বিনাইয়া বাঁধি যে ছন্দ,
তারি মধুমদে পরাণ অন্ধ।
হয় ত' মনের এ মকরন্দ
সত্যের সুধা নয়—
তবু ভুলে আছি তাহারি পুলকে
জীবনের ক্ষতি ক্ষয়।

হোথা অস্ফুট উষার কিরীটে
শোভিছে হীরক-দুল্—
জানি সে আলোক-শিখার সকাশে
দুলিবে না মোর ফুল।
চাঁদের সোনা যে রূপা হয়ে আসে।
তারারা পলায় আগুনের ত্রাসে।
রথ-ঘর্ঘর ওই যে আকাশে
অরুণের—নাহি ভুল।
হোথা সে আলোক-শিখার সকাশে
ফুটিবে না মোর ফুল।

বি স্ম র ণী

আমি ধরেছিনু নিশীথের গান
তোমাদের শেষ-রাতে—
জ্যোৎস্না যখন মিলাইয়া যায়
গোধূলি-ধূসর প্রাতে।
গান শেষ করে' চলে' গেল সবে,
আলোগুলি সব নিবিতেছে নভে,
দিবাও আসেনি, নিশা নাই যবে—
বাঁশিখানি ল'য়ে হাতে,
আমি বাহিরিনু বন-পথে একা,
গোধূলি-ধূসর প্রাতে।

* * * *

(আমারে তোমরা ভুলে যেয়ো, ভাই।
এসেছিনু পথ ভুলে'—
নয়নে ভরিতে নিশার নিদালি
আতপ-উৎস-কূলে।
যে-গান হেথায় হ'ল নাকো সারা,
সুরখানি তা'র হ'বে না যে হারা,
আরেক ভুবনে সন্ধ্যার তারা
লইবে তাহারে তুলে'—
নব-জাগরণী গাইবে সেথায়
বিস্মরণীর কূলে।/

প্রবাসী প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত